জান্নাত লাভের উপায়

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান

الطريق الى الجنة

জান্নাত লাভের উপায়

(The Way to get Heaven)

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান
জেদ্দা, সৌদী আরব

আহ্সান পাবলিকেশন
মগবাজার ❖ কাটাবন ❖ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

জান্নাত লাভের উপায়

মোহাঃ ছিদ্দীকুর রহমান

ISBN : 978-984-8808-34-4

গ্রন্থ স্বত্ব : লেখক

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৬৭০৬৮৬, ০১৭১৫১০৬৫৫০

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ, ২০১২
রবি. সানী-১৪৩৩
চৈত্র-১৪১৮

প্রচ্ছদ : নাসির উদ্দিন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আহসান কম্পিউটার
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস (৪র্থ তলা)
ঢাকা-১০০০। মোবাঃ ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য ঃ সত্তর টাকা মাত্র

Jannath Laver Opay (The Way to get Heaven) Written by Md. Siddiqur Rahman, Published by Ahsan Publication, Katabon Masjid Campus, Dhaka-1000, First Edition March 2012, Price Tk. 70.00 only. (US $: 2.00 only)

AP-78

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

শ্রদ্ধাভাজন দাদা-দাদী, নানা-নানী

শ্বশুর-শাশুড়ী এবং সহধর্মিণীর

নাজাতের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

লেখকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ ـ অর্থ ঃ দু'আ ইবাদতের মগজ।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ـ অর্থ ঃ দু'আ নিজেই ইবাদত অর্থাৎ অর্থ বুঝে আন্তরিকতার সাথে একাগ্রচিত্তে দু'আ করলে বা আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করলে 'কাল্‌ব' বা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ হয়, অন্তরে আল্লাহর প্রতি মুহাব্বাত নির্ভরতা ও ভীতির সৃষ্টি হয়। আর অন্তর পরিশুদ্ধ হলে ব্যক্তির আচরণ, কর্মপদ্ধতি পরিশীলিত ও মার্জিত হয়।

নবী কারীম (সা) বলেছেন

اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ ـ

অর্থ ঃ হুঁশিয়ার! নিশ্চয়ই মানুষের শরীরের মধ্যে এক টুকরো গোশত এমন আছে যা ঠিক ও সংশোধিত হলে, গোটা শরীর ঠিক ও সংশোধিত থাকে এবং তা খারাপ হলে, গোটা শরীর খারাপ হয়ে যায়। হুঁশিয়ার! সেটি হচ্ছে অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

যে কোন ইবাদাতে অন্তরের স্থান সবার আগে।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ. অর্থ ঃ যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে হেদায়াত করেন। (সূরা আত তাগাবুন : ১১)

www.pathagar.com

অন্তরের হেদায়াত সকল ইবাদাতের মূলকথা। মানুষের গোটা শরীরে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান ছোট হলেও মূলত ঃ সে-ই গোটা শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর রাজত্ব চালায়। যেমন হৃদয় কৃপণ হলে হাত খরচ করে না আবার মন উদার হলে হাত জনসেবায় দারাজ হয়ে যায়। আবার মন যদি হারাম থেকে বাঁচতে চায় তাহলে হাত অবৈধ অর্থ গ্রহণ করে না, মদ ও পরনারী স্পর্শ করে না, পা হারাম পথে চলে না, চোখ অশ্লীল দৃশ্য অবলোকন করে না, কান পরনিন্দা বা অশ্লীল গান ও অশ্রাব্য কথা শ্রবণ করে না, তার জিহবা অসত্য বলা, গাল-মন্দ করা ও হারাম আস্বাদন থেকে বিরত থাকে। অন্যদিকে এই মনের মধ্যে আল্লাহ ভীতি না থাকলে মন অসুস্থ ও পংকিল হয়ে যায়। ফলে ব্যক্তির আচরণ ও চরিত্রে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত ঐ গোশত টুকরাকে 'কালব' দিল, মন বা অন্তর যে নামই বলি না কেন একে পরিশুদ্ধ করতে পারলেই গোটা জীবন হবে পরিশুদ্ধ। আর এই 'কাল্‌ব' বা অন্তর পরিশুদ্ধ করার একমাত্র হাতিয়ার হলো আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র বা স্মরণ।

নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ -

অর্থ : শয়তান আদম সন্তানের কাল্‌বের ওপর জেঁকে বসে থাকে। সে যখন আল্লাহর যিক্‌র করে তখন শয়তান সরে যায়। আর যখন সে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয় তখন শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণার বীজ বপন করতে থাকে। (বুখারী)

সুতরাং শয়তানের কুমন্ত্রণা খেকে বাঁচার জন্য, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি মুহাব্বাত ও আনুগত্যপূর্ণ জীবন-যাপনের লক্ষ্যে আল্লাহর যিক্‌র ফিক্‌রে থাকা মুমিন ব্যক্তির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব।

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল দুটি, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। জান্নাতের অফুরন্ত ও অকল্পনীয় শান্তি এবং জাহান্নামের অবর্ণনীয় ভয়ংকর পীড়াদায়ক শাস্তির কথা পবিত্র কুরআন-হাদীসে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির ও জান্নাত লাভের জন্য নবী কারীম (সা) যথেষ্ট দু'আ ও আমল শিখিয়েছেন। অথচ টিভির অর্থহীন অনুষ্ঠান দেখে, ভালো কিছুই শেখার নেই এমন সব রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস ও সাহিত্য কবিতা পড়ে এবং ছবি

www.pathagar.com

দেখে, চায়ের আড্ডায় অনর্থক গল্প গুজব করে মানুষের জীবনের মূল্যবান সময়গুলো বহমান নদীর স্রোতের মতোই চলে যাচ্ছে। অথচ এ মহামূল্যবান সময় আমরা জান্নাত লাভের সুমহান কাজে লাগাতে পারি। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বইটি পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা মণি-মুক্তার মালার মতো সাজানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে নবী কারীম (সা) জান্নাতের সুউচ্চ মর্যদাসম্পন্ন স্থান লাভ করবেন। তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সে চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত লাভের জন্য অসংখ্য দু'আ ও আমল শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন ঃ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার কল্যাণ কামনা করি, সেটা দ্রুত হোক অথবা বিলম্বে, যে বিষয় আমি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই, সেটা দ্রুত হোক অথবা বিলম্বে, যে বিষয় আমি জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐসব কল্যাণ কামনা করি যে সব কল্যাণ কামনা করেছেন তোমার নবী (সা) এবং ঐসব অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যে সব অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার নবী (সা)। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করি এবং এমন সব কথা ও কাজের যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন সব কথা ও কাজ থেকে যা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দরখাস্ত করছি, তুমি আমার জন্য যে ভাগ্যলিপি তৈরী করেছো, তা তোমার একান্ত অনুগ্রহে আমার জন্য কল্যাণকর করে দাও। (সুনান ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৩১০২)

এ ধরনের বহু দু'আ ও আমল এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রয়োজন শুধু মনোযোগসহ পড়া এবং আমল করা। মনে রাখতে হবে যে, শুধু দু'আ দরূদ আমল করেই অফুরন্ত সুখ-শান্তির আবাসস্থল জান্নাতে যাওয়া যাবে না বরং জান্নাতে যেতে হলে একই সাথে বাস্তব জীবনে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আদেশ নিষেধ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে।

এ গ্রন্থ রচনায় যাঁদের লেখা কিতাবাদী থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি এবং যারা আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন- ইসলামী ও দিগন্ত টিভির আলোচক, রেডিও সৌদী আরবের বাংলা বিভাগের আলোচক এবং চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাসের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক, বিশিষ্ট আলেমে দীন ড. মোঃ মতিউল ইসলাম। প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন

www.pathagar.com

এ, এন, এম, সিরাজুল ইসলাম (বাংলা বিভাগের প্রধান, রেডিও জেদ্দা, সৌদী আরব)। জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের সাবেক কনস্যুলার সহকারী এবং রেডিও সৌদী আরবের বাংলা বিভাগের সংবাদ পাঠক আলেমে দ্বীন মোঃ জিল্লুর রহমান হাশেমী। মক্কা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী প্রাপ্ত জেদ্দা ইসলামী গাইডেন্স সেন্টারের সম্মানিত শিক্ষক এবং রেডিও সৌদী আরবের বাংলা বিভাগের সংবাদ পাঠক, আলেমে দ্বীন হাফেয মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিশিষ্ট ইসলামী আলোচক ও লেখক মোঃ মাসুম বিল্লাহ বিন রেজা গ্রন্থটির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদার আসনে কবুল করুন। সম্মানিত পাঠকদের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, আমাদের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করতে চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ। পরিশেষে আবার শুরুর কথায় ফিরে যেতে চাই, 'কাল্‌ব' বা মনকে প্রশান্ত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন-হাদীস অবলম্বনে রচিত এ সংকলনটি পাঠক পাঠিকা ভাই বোনদের জন্য জান্নাত লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল ও সুন্দর জীবন গঠনের তাওফীক দান করুন।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের একান্ত ভিখারী।

মোঃ ছিদ্দীকুর রহমান

জেদ্দা, সৌদী আরব।
বাংলাদেশ-ঠিকানা
প্রযত্নে : হাজী মোঃ শহর আলী
গ্রাম+পো+থানা : মনোহরদী
জেলা : নরসিংদী, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০৫৩১৬৮৫০৪৭ (সৌদি আরব)
০১৭৩২৪৫২৪৪৬ (বাংলাদেশ)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- নিয়তের বিশুদ্ধতাই আমল কবুলের প্রথম শর্ত ॥ ১১
- অযু অবস্থায় থাকার মধ্যে অসীম কল্যাণ ॥ ১৩
- আযানের পরে দু'আ করার ফযীলত ॥ ১৯
- একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করা ॥ ২০
- নামায শেষে দু'আ করার ফযীলত ॥ ২৩
- বিস্‌মিল্লাহ্‌র অপূর্ব বরকত ও ফযীলত ॥ ২৬
- সূরা ফাতিহার অকল্পনীয় ফযীলত ॥ ২৭
- সূরা ফাতিহার এবং সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াতের ফযীলত ॥ ২৮
- সূরা ইখলাস তিলাওয়াতে অফুরন্ত ফযীলত ॥ ৩১
- ছোট্ট একটি কালিমার ধারণাতীত ফযীলত ॥ ৩৪
- আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলত ॥ ৩৫
- বৃক্ষ রোপণ করার ফযীলত ॥ ৪০
- নেকীর পাল্লায় ওযন বৃদ্ধির পাঁচটি সহজ আমল ॥ ৪২
- অস্থিরতা দূরীকরণ ও গোনাহ্‌ মাফের আমল ॥ ৪৯
- ৯৯ টি রোগের নিরাময় ও দুশ্চিন্তা দূর করার আমল ॥ ৫২
- দুষ্ট জ্বীন ও শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার আমল ॥ ৫৩
- খুবই কম সময়ে অসংখ্য নেকী অর্জনের আমল ॥ ৫৪
- গোনাহ্‌কে নেকীতে পরিণত করার আমল ॥ ৫৫
- অগণিত নেকী বৃদ্ধি ও অসংখ্য গোনাহ্‌ মাফের আমল ॥ ৫৮
- কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভের আমল ॥ ৫৮

www.pathagar.com

■ কবরের অন্ধকার দূর করার আমল ॥ ৬০
■ যে আয়াতের বরকতে দু'আ কবুল হয় ॥ ৬১
■ একবার দরূদ পাঠের বিনিময়ে ৭০ বার ক্ষমা প্রাপ্তি ॥ ৬৪
■ গোনাহ্ মাফের শ্রেষ্ঠ দু'আ ॥ ৬৫
■ তাওবাকারীর জন্য ফেরেশতাদের দু'আ ॥ ৬৬
■ গর্ব-অহংকার ॥ ৭০
■ মানুষ গোনাহ্ না করলে আল্লাহ অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন ॥ ৭১
■ জিহ্বাই মুক্তি ও শাস্তির কারণ ॥ ৭২
■ দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে সওয়াবের বর্ষণ ॥ ৭৭
■ পরিবারে ইসলামের প্রশিক্ষণ বিনিময়ে হজ্জের সমান সওয়াব ॥ ৭৯
■ কিয়ামতের দিন মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ ॥ ৮০
■ দান-সদাকাহ্ জাহান্নাম হতে রক্ষা করে ॥ ৮১
■ জাহান্নাম হতে মুক্ত হওয়ার দু'আ ॥ ৮৩
■ জান্নাতে প্রবেশের আমল ॥ ৮৪
■ একটি বাক্য উচ্চারণের বিনিময় জান্নাত ॥ ৮৬
■ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য ॥ ৮৬

www.pathagar.com

নিয়তের বিশুদ্ধতাই আমল কবুলের প্রথম শর্ত

ইখলাস আরবী শব্দ এবং এ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় ক্ষেত্র বিশেষে এ শব্দটি আন্তরিকতা, ঘনিষ্ঠতা, অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইসলামী শরীয়াতে 'ইখলাস' শব্দটি শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) ইখলাস শব্দ সম্পর্কে লিখেছেন :

يَدُلُّ عَلٰى تَنْقِيَةِ الشَّيْءِ وَتَهْذِيْبِهِ وَالْخَالِصُ كَالصَّافِيْ ـ

অর্থ : কোনো বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তার প্রকৃত গুণ-বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং খালেস শব্দের মধ্যেই এই ভাবধারা নিহিত রয়েছে। (মুফরাদাত, পৃষ্ঠা নং ১৪০)

এক কথায় ইখলাস অর্থ হলো নিজের সকল কাজ শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই আনজাম দেয়া।

নেকীর কাজ করার মধ্যে যদি সামান্যতম প্রদর্শনেচ্ছা, মিথ্যার আশ্রয়, নাম-যশ, খ্যাতি, প্রশংসা অর্জনের ইচ্ছা, বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ হবার আকাঙ্খা জড়িত থাকে তাহলে সেকাজ করার শ্রমই বৃথা যাবে এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ ধরনের নেকীর কাজ মহান আল্লাহর দরবারে কবুল হবার যোগ্য নয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ যে কোনো নেকীর কাজ কবুল হবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শর্তের বিষয় উল্লেখ করেছেন সে শর্ত হলো ঃ

১. মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান। ২. কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রতি একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা। ৩. আনুগত্যপরায়ণতা অর্থাৎ নবী কারীম (সা)-এর আনুগত্য করা। নেকীর কাজ যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, তাঁর প্রতি অবিচল বিশ্বাস রাখা। নেকীর কাজটি শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা এবং সেই নেকীর কাজটি নবী কারীম (সা) যেভাবে করেছেন সেভাবেই করা। কাজের মধ্যে নিয়তের বিশুদ্ধতা অবশ্যই থাকতে হবে।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সংকলিত বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ সহীহ আল বুখারীর প্রথমেই এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন ঃ (বুখারী, হাদীস নং ১)

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى ـ

www.pathagar.com

অর্থ : সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়ত অনুযায়ী হবে আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই লাভ করবে যে জিনিসের সে নিয়ত করবে। আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا كَانَ لَهٗ خَالِصًا وَابْتَغٰى بِهٖ وَجْهَهٗ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নেকীর কাজ কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত কাজটি কেবলমাত্র আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত না হবে। (মুসনাদে আহমাদ, চতুর্থ খণ্ড, হাদীস নং ১২৬)

ইমাম ফুদায়েল ইবনে আয়ায (র) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْعَمَلَ اِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَاِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتّٰى يَكُوْنَ خَالِصًا صَوَابًا ـ اَلْخَالِصُ اَنْ يَّكُوْنَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّوَابُ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَى السُّنَّةِ ـ

অর্থ : কোনো নেকীর কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে করা হয়েছে, কিন্তু সে নেকীর কাজটি ইসলামী শরীয়াত তথা নবী কারীম (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারেই করা হয়নি, সে নেকীর কাজও কবুল হবার যোগ্য নয়। আবার কোনো নেকীর কাজ ইসলামী শরীয়াত তথা নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে করা হয়েছে কিন্তু সে নেকারী কাজ একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সাথে করা হয়নি সেটা কবুলযোগ্য নয়। ঠিক একারণে নেকীর কাজ কবুল হবার জন্য একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং তা হতে হবে নবী কারীম (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থা অনুসারে। (মাদারেজুস্ সালিকীন, ইমাম ইবনে কাইয়্যেম (র), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩)

আল জুনাইদ (র)-এর প্রসিদ্ধ উক্তিও উল্লেখ করেছেন ঃ

اَلاِخْلاَصُ سِرٌّ بَيْنَ اللّٰهِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ لاَيَعْلَمُهٗ مَلَكٌ فَيَكْتُبَهٗ وَلاَ شَيْطَانٌ فَيُفْسِدَهٗ وَلاَ هَوًى فَيُمِيْلَهٗ ـ

অর্থ : ইসলাম এর অন্তর্নিহিত মর্ম হলো, যা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ও তাঁর বান্দার সাথেই সম্পর্কিত। যা শুধুমাত্র বান্দার হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতেই সৃষ্টি হয়। বান্দার হৃদয়ের একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে ফিরিশ্তাও জানতে পারে

www.pathagar.com

না বিধায় তাঁরা এসম্পর্কে আমলনামায় কিছুই লিখতে পারে না। শয়তানও এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না। একারণে সে এর ক্ষতি করতে পারে না। এটা নিজের প্রবৃত্তির সাথেও সম্পর্কিত নয়, যা একে প্রবৃত্তির দিকে আকর্ষণ করতে পারে। (মাদারেজুস্ সালিকীন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৫)

অযু অবস্থায় থাকার মধ্যে অসীম কল্যাণ

মুসলমানদের কাছে অযুর বিষয়টি একান্তই পরিচিত এবং একাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও নেকীর কাজ। অযু করা পবিত্রতা অর্জনের অন্তর্গত এবং সহজ পন্থায়ই নেকী অর্জনের উত্তম মাধ্যম। অযু সকল নবী, রাসূলগণের সুন্নাত এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ সুন্নাত আমল করা একান্ত অবশ্য। আমরা সাধারণত দিন রাতে অনেকবার হাত মুখ ধুয়ে থাকি। হাত মুখ ধোয়ার নিয়মটি একটু পরিবর্তন করে অযুর নিয়মে ধৌত করলেই আমরা এর সওয়াব পেতে পারি। এ নেকীর কাজটি করে আমলনামার ওযন বৃদ্ধি করার জন্য শুধুমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি সর্বদা অযুবস্থায় থাকে, সে মহান আল্লাহর হেফাযতে থাকে। ঘুমানোর পূর্বে অযু করা, পবিত্র পরিচ্ছন্ন বিছানায় শোয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সূরা ও দু'আসমূহ পড়া সুন্নাতী আমল। রাতে ঘুমানোর পূর্বে যে মুসলমান অযু করে তার নিরাপত্তার জন্য একজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হয়। ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে যখনই জাগে, তখন উক্ত ফিরিশ্‌তা ঐ বান্দার মাগফিরাতের জন্যে দু'আ করে। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِىْ شِعَارِهِ مَلَكٌ يَسْتَيْقِظُ اِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَنٍ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করে তার জন্যে একজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হয়। যখন সে ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগে তখন ঐ ফিরিশ্‌তা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার পক্ষ থেকে ঐ বান্দাকে মাফ করো। কারণ সে পবিত্র অবস্থায় শুয়েছিলো। (ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ১০৪৮)

আরো আনন্দের বিষয় হলো, যে মুসলমান রাতে ঘুমানোর পূর্বে অযু করে ঘুমিয়েছে, সে ঘুমের মধ্যে যতবার পার্শ্ব পরিবর্তন করেছে, ততবারই ফিরিশ্‌তা তার মাগফিরাতের জন্যে দু'আ করে।

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَاِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا ـ

অর্থ : রাতের যে কোনো অংশে যখন সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন ফিরিশ্‌তা বলতে থাকে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাকে ক্ষমা করে দাও, কারণ সে পবিত্রাবস্থায় রাত অতিবাহিত করেছে। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং : ১২৮)

তাছাড়া, যে মুসলমান অযু করে ঘুমায় তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বরকত ও কল্যাণের ফয়সালা করে তাকে সম্মানিত করেন। এর মধ্যে সব থেকে বড় মর্যাদা হলো, রাতে যখনই ঐ বান্দা ঘুম থেকে সজাগ হয়ে দু'আ করে তা কবুল করা হয়। কারণ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, অযুবস্থায় যারা রাতে ঘুমায় তাদের দু'আ কবুল করা হবে।

"যে ব্যক্তি অযু করে এবং এর হেফাযত করে, নবী কারীম (সা) তার প্রশংসা করে বলেছেন ঃ অযুর হেফাযতকারী মুমিন।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২৭১)

অযুর মধ্যে দুটো দিক রয়েছে, একটি প্রকাশ্য ও আরেকটি গোপনীয়। প্রকাশ্য দিকটি হলো, অযু থাকার ফলে বাহ্যিক দিক থেকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে এবং নবী কারীম (সা)-এর সুন্নাত অনুসরণের কারণে বরকত হয়। আর বাহ্যিক দিক থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াই শুধু অযুর উদ্দেশ্যে নয়, বরং রূহ্ বা আত্মার পবিত্রতা অর্জনই এর মূল লক্ষ্য। প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এটা সম্মান ও মর্যাদার কারণ যে, তারা সব সময় অযুবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ যে সকল কাজে গোনাহের কাফফারা আদায় হয় তার মধ্যে কষ্ট স্বীকার করে অযু করা অন্যতম এবং নেকীর কাজ। (জামেউস সগীর, হাদীস নং ৩০৪৫) এ বিষয়ে হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঃ

পানির স্পর্শে গেলে সমস্যা সৃষ্টি বা জ্বর সর্দি হবার সম্ভাবনা থাকার পরও অযু করে, নামায আদায়ের জন্যে মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত নামায আদায় করে আরেক ওয়াক্তের জন্যে উদগ্রীব থাকা এমনই উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ, যা সকল গোনাহকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, হাদীস নং ৪৮৮, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

অযু করতে হলে পানির স্পর্শে যেতেই হবে এবং পানির স্পর্শে গেলে কেউ যদি অসুবিধা অনুভব করে এবং তা সহনীয় না হয়, তাহলে অযু না করে তায়াম্মুম করাই উত্তম। কিন্তু অসুবিধা যদি সহনীয় পর্যায়ে হয়, তাহলে অযু করাই উচিত এবং এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ـ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ـ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ـ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ـ فَذَالِكُمُ الرِّبَاطُ ـ

অর্থ : আমি কি তোমাদেরকে এমন নেকীর কাজের কথা বলবো না, যে কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ্ মুছে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? (সে কাজ হলো) অসুস্থতা সত্ত্বেও অযু করা। দ্রুত মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক ওয়াক্তের নামায আদায় করে পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। এই তিনটি নেকীর কাজই তোমাদের জন্যে রিবাত বা জিহাদ, জিহাদ এবং জিহাদ। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫১, তিরমিযী হাদীস নং ৫১, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৪২৮)

জ্বর হলে বরফের দেশে বা শীত প্রধান এলাকায় অযু করা কিছুটা অসুবিধা অনুভব হয়। কিন্তু এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অযু করলে অনেক বেশী নেকী অর্জন করা যায়। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِى الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنَ الْأَجْرِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে অযু করে তার জন্যে বিপুল পরিমাণ নেকী রয়েছে। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩৭)

অযু শুধুমাত্র নামায আদায় বা কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই নয়, বরং সব সময় অযুবস্থায় থাকা নেকীর কাজ। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা কেউই কামনা করি না যে, আমাদের মৃত্যু অপবিত্র অবস্থায় বা অযুহীন অবস্থায় হোক। মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে। রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বা কোনো ধরনের দুর্ঘটনার মাধ্যমে মৃত্যু এবং কখন কি অবস্থায় আসবে, তা কারোই জানা নেই। সুতরাং মলমূত্র ত্যাগের সাথে সাথেই অযু করা নবী রাসূলদের রীতি, অতএব অযুবস্থায় যে মৃত্যুবরণ করলো সে অবশ্যই পবিত্র অবস্থায় মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিলো। মৃত্যু মানুষের খুবই কাছে অবস্থান করে, মানুষ যদি দেখতে পেতো যে মৃত্যু তার কত কাছে, তাহলে সে মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে জীবন-যাপনের জন্যে কোনো ধরনের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হতো না। ইসলাম অযুকে তার বুনিয়াদী আরকানসমূহের সাথেই বর্ণনা করেছে। অযু সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "নিজের অযুকে সহীহ এবং পরিপূর্ণ করো।" (ইবনে খুযাইমা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪, হাদীস নং ১)

www.pathagar.com

অযুর গুরুত্ব মুসলমানদেরকে বুঝাতে গিয়ে নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ

অর্থ : কিয়ামতের ময়দানে যখন আমার উম্মতদেরকে আহবান জানানো হবে, তখন তাদের অযুর স্থান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। সুতরাং নিজেদের জন্য যদি অধিক পরিমাণ আলো কামনা করো, তাহলে অযুবস্থায় থাকো। (বুখারী, ও মুসলিম, হাদীস নং ১৩৬)

অযু করার সময় দেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া হয়, কিয়ামতের দিন ঐ দেহের সকল স্থান থেকে আলো বা নূর চমকাতে থাকবে। আর এটা হবে একমাত্র অযুর কারণে। অতএব এই সুযোগ কোনো মুসলমানদের হারানো উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হায়াত রেখেছেন ততক্ষণ অযুবস্থায় থাকার চেষ্টা করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ ـ

অর্থ : মুমিন ঐ পর্যন্ত অলংকারে সজ্জিত থাকবে, যে পর্যন্ত তার অযু থাকবে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫০, বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৩)

ইমাম মানযুরী (র) বলেন ঃ যে অলংকার মুমিনদেরকে অযুর কারণে পরানো হবে, তা জান্নাতীদের অলংকার। (তারগীব, হাদীস নং ২৮৭) স্বয়ং নবী কারীম (সা) অযুর কারণে কিয়ামতের দিন তাঁর নিজ উম্মতকে চিনতে পারবেন। এক হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ غُرٌّ مُّحَجَّلُوْنَ بُلْقٌ مِّنْ أَثَارِ الْوُضُوْءِ ـ

অর্থ : হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনি আপনার ঐ সকল উম্মতকে কিয়ামতের ময়দানে চিনবেন কিভাবে, যাদেরকে আপনি পৃথিবীতে দেখেননি? জবাবে তিনি বললেন, তাদের অযুর স্থান থেকে সাদা শুভ্র আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে আর এটা দেখেই আমি তাদেরকে চিনবো। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২৮৪)

অযু করার নগদ প্রাপ্তী হলো, অযু করার ফলে গোনাহ্ মাফ হয় অর্থাৎ অযু করার পূর্ব পর্যন্ত বান্দার মাধ্যমে যে সব ছোট গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছে, একবার অযু করলে তা ঝরে যায়।

www.pathagar.com

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি যথাযথভাবে অযু করে, তার দেহ থেকে সকল গোনাহ্ ঝরে যায়, এমন কি তার নখের নীচে যে সব গোনাহ্ থাকে তাও ঝরে যায়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২৮৫)

অযু করা তেমন কোন পরিশ্রমের কাজ নয়, সামান্য একটু সময় ব্যয় হয় মাত্র। অথচ এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিনিময়ে কত অসীম সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায় তা মানুষের কল্পনারও অতীত। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

لَايُسْبِغُ عَبْدٌ اَلْوُضُوْءَ اِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ ـ

অর্থ : যে বান্দা সঠিক পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে অযু করে আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (বায্যার, হাদীস নং ২৬২, মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৬)

সহীহভাবে অযু করা ও তার সংরক্ষণ করা ঈমানের পরিচয়। অযু করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া প্রয়োজন তা যথাযথভাবে ধোয়া হলো কিনা। আর সংরক্ষণ বলতে, সব সময় অযু রাখার চেষ্টা করা। বান্দা অযুবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হতে থাকে। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

لَنْ يُّحَافِظَ عَلَى الْوُضُوْءِ اِلاَّ مُؤْمِنٌ ـ

অর্থ : মুমিন ব্যতীত আর কেউই অযুর হেফাযত করে না অর্থাৎ অযু সংরক্ষণ করে না। (ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ২৭৭)

যারা সব সময় অযুবস্থায় থাকার চেষ্টা করবে, তাদের লক্ষ্য করে নবী কারীম (সা) চরম বিপদের দিনে এক মহা সুসংবাদ শুনিয়েছেন ঃ

فَاِنَّهُمْ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَاَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ـ

অর্থ : যারা অযু করে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে শুভ্রতা প্রকাশ পাবে তথা নূর

www.pathagar.com

চমকাতে থাকবে। আর আমি হাউযে কাউছারে তাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকবো। (মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ১০৪৩) হযরত বিলাল (রা) সব সময় অযুবস্থায় থাকতেন। যখন তাঁর অযু ভঙ্গের কারণ ঘটতো, সাথে সাথে তিনি অযু করে দুই রাকাআত নামায আদায় করতেন। অতি সাধারণ এই আমলের কারণে নবী করীম (সা) জান্নাতে তার হাঁটার শব্দ শুনেছিলেন। অতএব সারাক্ষণ অযুবস্থায় থাকা প্রত্যেক মুসলমানেরই অভ্যাসে পরিণত করা উচিত এবং অযু করার সাথে সাথে কালিমা তাওহীদ পড়া শ্রেষ্ঠ আমল, হাদীসে এসেছে ঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ اَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ـ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তম ভাবে অযু করে এই দু'আটি পড়বে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ তুমি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো। আর এই দু'আ পড়ার ফলে ঃ

فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ

অর্থ : তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে খুশী সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ৫৫)

সুতরাং মৃত্যুর চিন্তাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে সংশোধন করতে হবে। মৃত্যুকে যখন বরণ করতেই হবে তখন আল্লাহ তা'আলার একটি নির্দেশ পালনরত অবস্থায় অর্থাৎ অযুবস্থাতেই মৃত্যু হোক, যেনো আল্লাহর কাছে এতটুকু কথা বলতে পারি, হে আল্লাহ! তোমার নির্দেশ পালনরত অবস্থায় আমার জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে, এই উসিলায় তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

অযু সম্পর্কিত সকল হাদীস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, যারা উত্তমরূপে অযু আদায় ও সংরক্ষণ করে, তাদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের ১৪টি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তা হলো ঃ

১. অযু করলে গোনাহ্ ঝরে যায়।

২. অযুর মাধ্যমে অপবিত্রতা ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করা হয় অর্থাৎ গোনাহ্ হলো

www.pathagar.com

অপবিত্রতা, অযু করলে গোনাহ্ মুছে দেয়া হয় এবং সেই সাথে ক্ষমাও করা হয়। (এখানে ছোট গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে)

৩. অযু মুমিনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

৪. অযু করার মাধ্যে যে নেকী রয়েছে তা জিহাদের সমতুল্য।

৫. অযু করার সময় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া হয়, কিয়ামতের দিন উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকবে।

৬. অযু আদায়কারীকে কিয়ামতের দিন নবী কারীম (সা) চিনতে পারবেন। আর যাকে তিনি চিনতে পারবেন, সেই ব্যক্তি নাজাত পাবে।

৭. অযুর সময় যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া হয়, উক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ কিয়ামতের দিন জান্নাতের অলংকারে সজ্জিত করা হবে।

৮. নবী কারীম (সা) অযু আদায় কারীর জন্যে কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারে অপেক্ষা করবেন।

৯. অযু করলে হাত, পায়ের নখের নীচের গোনাহ্সমূহ ঝরে যায়।

১০. অযুর হেফাযত করা ঈমানের লক্ষণ।

১১. অযু করা ঈমানের অংশ।

১২. অযু করে দু'আ পড়লে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়।

১৩. অযু আদায় করে যে প্রার্থনা করা হবে, তা কবুল হবার সম্ভাবনা অধিক।

১৪. অযু করার কারণে দেহ ও চেহারা শান্তিময় হয়।

আযানের পরে দু'আ করার ফযীলত

পৃথিবীর যে সকল স্থানে মুসলমান রয়েছে, সেখানে পরিবেশ অনুকূল হলে দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুয়ায্যিন পাঁচবার মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, একত্ব এবং নবী করীম (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চস্বরে ঘোষণা করে এবং মানুষকে নামাযের প্রতি আহবান জানায়। মুসলমানদের মধ্যে ঐ সকল ব্যক্তি কতই না ভাগ্যবান, যারা আযান শোনার সাথে সাথে নিজের সব কাজকর্ম ও ব্যস্ততা থেকে অবসর নিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নিজের কল্যাণের জন্যে দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটে আসে, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্যে এবং মসজিদে এসে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দুই হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে এ কথার প্রমাণ দেয় যে, প্রকৃত অর্থেই তারা মহান আল্লাহর গোলাম। আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গে আযানের প্রত্যেক বাক্যের জবাব দেয়া সুন্নাত এবং খুবই নেকীর কাজ। নবী

www.pathagar.com

করীম (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন মুয়ায্যিন যেসব বাক্য বলে তোমরাও অনরূপ বাক্য বলবে। মুয়ায্যযিন যখন হাই ইয়া আলাস সলাহ্ হাই ইয়া আলাল ফালাহ্ বলবে, তখন তোমরা লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্ বলবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫১১), মুসলিম, হাদীস নং ৩৮৪, আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৩, তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৪)

আযানের জবাব দানকারী সম্পর্কে হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هٰذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে মুয়ায্যিনের আযানের জবাব দিয়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৩৩)

আযানের জবাব দেয়া যেমন উচ্চ পর্যায়ের নেকীর কাজ তেমনি আযানের পরে দু'আ কবুল হওয়ারও নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ .

অর্থ ঃ মুমিন বান্দারা যেমন বলে তুমিও তাদের অনুরূপ বলো। যখন আযান সমাপ্ত হয় তখন আল্লাহর কাছে চাইতে থাকো, যা কিছু চাইবে (বৈধ) তাই তোমাকে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২৪, ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ১৬৯৩)

একাগ্রতা ও একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করা

দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সফলতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ফালাহ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা মুমিনুন-এর সূচনাতেই ঐ সকল ঈমানদারদের জন্যে ফালাহ্ তথা সফলতা ও কল্যাণ এর সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, যারা বিনয় অবনতচিত্তে, একাগ্রতার সাথে ও একনিষ্ঠভাবে নামায আদায় করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ .

অর্থ : নিঃসন্দেহে (সেসব) ঈমানদার মানুষরা মুক্তি পেয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে একান্ত বিনয়াবনত (হয়) (সূরা মুমিনুন-১-২)। একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতায় আরেকটি তাৎপর্য হলো, হুযুরে কালবীসহকারে নামায আদায় করা অর্থাৎ নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফরয আদায় করার সময় হৃদয় মন মস্তিষ্ককে একান্তভাবেই নামাযের প্রতি অনুরক্ত রাখতে হবে এবং সকল মনোযোগের কেন্দ্র

www.pathagar.com

হতে হবে নামায। নামায আদায়রত অবস্থায় ছিন্ন কোনো চিন্তা চেতনা, কল্পনা, আবেগ উচ্ছ্বাস ও ধ্যান-ধারণা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। নামায আদায় কালে নামাযের বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো নামাযের মধ্যে যেসব প্রয়োজনীয় সূরা, দু'আ-দরূদ পড়া হচ্ছে এ সবের অর্থ, ব্যাখ্যা, গুরুত্ব-তাৎপর্য জেনে নিয়ে এগুলোর প্রতি মনোযোগের সাথে মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর অসীম শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করতে হবে।

নবী কারীম (সা) বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ ـ

অর্থ : মহান আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করো যেনো তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। আর মনে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারো, তাহলে মনে এ অবস্থা সৃষ্টি করো যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৮)

সম্মানিত পাঠকগণ, নামাযের প্রতি একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন তুমি নামায আদায় করো তখন মনে মনে একথা চিন্তা করো সম্ভবতা এটাই তোমার জীবনের শেষ নামায। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

صَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ ـ

অর্থ : নামায এমনভাবে আদায় করো যে, এটাই তোমার জীবনের শেষ নামায। (মাউমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং : ৪৯০৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি নামায পড়লো এবং আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানালো। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ যাও আবার নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। সুতরাং সে গিয়ে আবার নামায পড়লো এবং ফিরে এসে নবী করীম (সা)-কে সালাম জানালো। তিনি এবারও বললেন, আবার নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। এবার লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন ঃ

اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ

www.pathagar.com

ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا ـ

অর্থ : যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে আরম্ভ করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পাঠ করবে। এরপর ততক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে রুকু করবে যেন রুকুতে প্রশান্তি আসে। রুকু থেকে উঠে সে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সিজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ বসবে। এরপর আবার প্রশান্তভাবে সিজদা করবে এবং এভাবে তোমার সকল নামায আদায় করবে। (বুখারী, হাদীস নং ৭৫৭, মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৭)

এই হাদীসে রুকু থেকে উঠে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আদেশ দেয়া হয়েছে যে, সম্পূর্ণ দেহ যেনো সোজা হয়ে যায়। এরপর দুই সিজদার মধ্যে এমন প্রশান্তির সাথে বসতে বলা হয়েছে, যাকে ফিকাহ্‌র পরিভাষায় সমতা বিধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা ওয়াজিব।

আল্লামা শামী (র) উল্লেখ করেছেন, রুকু থেকে সোজা হওয়া অর্থাৎ দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মধ্যে বৈঠকে সমতা বিধান করা তথা পরিপূর্ণ প্রশান্তির সাথে বসে ধীর স্থিরভাবে দাঁড়ানো ওয়াজিব। (দুররু মুখতার ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২, ফাতহুল কাদীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১২)

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি জেনে বুঝে তাদীলে আরকান তথা সমতা বিধানের নিয়ম কানুন পরিত্যাগ করে দ্রুততার সাথে নামায আদায় করে, তাহলে সে ব্যক্তির নামায হবে না। তবে ভুলে যদি কারো ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে তাকে সহু সিজদা দিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই সত্য যে, কোনো কোনো ইমাম-খতীবদের অবস্থাও এমন যে, যখন তাঁরা জামায়াতে নামাযের ইমামতি করেন, তখন হাদীসে বর্ণিত নামায আদায়ের যথাযথ নিয়ম-কানুন, তা'দীলে আরকান তথা নামাযে সমতা বিধানের কথা ভুলে যান। প্রত্যেক ইমামদের এটা দায়িত্ব যে, তাঁরা পরিপূর্ণ ও যথাযথ পদ্ধতিতে নামায আদায় করবেন এবং ক্রমাগতভাবে মুসল্লিদের দৃষ্টি এ বিষয়টির দিকে আকৃষ্ট করবেন। প্রয়োজনে

www.pathagar.com

সাধারণ নামাযী লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিবেন। এতে মুসল্লিগণ শিখতে পারবেন। নামায আদায়কালে দাঁড়ানো ও বসার ক্ষেত্রে ধিরস্থিরতা ও প্রশান্তি অবলম্বনের এক উত্তম পদ্ধতি রয়েছে। সেটা হলো, রুকু এবং রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় এবং দুই সিজদার মাঝে বসে ঐ সকল মাসনুন দু'আ পড়া, যা নবী কারীম (সা) পড়তেন। এসব দু'আর অর্থ বুঝে সহীহ শুদ্ধভাবে পড়লে এমনিতেই ধিরস্থিরভাবে ও প্রশান্তির সাথে নামায আদায় করা যাবে। নতুবা নামায আদায় করতে গিয়ে বড় ধরনের ক্ষতির মুখোমুখী হতে হবে। রুকু থেকে পরিপূর্ণভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে।

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ـ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ ـ

(রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হাম্‌দান কাছিরান ত্বাইয়িবান মুবারাকান ফীহি)

হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা কেবলমাত্র তোমারই জন্যে নিবেদিত। অনেক বেশী প্রশংসা তোমার। তুমি পবিত্র ও বরকতসম্পন্ন। (মুসলিম, হাদীস নং ৭৭২)

এক সিজদা দিয়ে উঠে বসে এবং দ্বিতীয় সিজদায় যাবার পূর্বে এই দু'আ পড়তে হবে :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَعَافِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

আল্লাহুম্ মাগ্‌ফিরলী, ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়াজবুরনী ওয়া আফিনী ওয়ারযুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমার প্রতি রহম করো, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করো, আমার প্রয়োজন পূরণ করে দাও, আমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও, আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে রিয্‌ক দান করো। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫০)

নামায শেষে দু'আ করার ফযীলত

নামাযের শেষ বৈঠক দরূদ পড়ার পরে দু'আ করার কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে এই দু'আটির ফযীলত অনেক তা হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ

www.pathagar.com

الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ـ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বব্‌রি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা ছামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবর আযাব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহে দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে, আশ্রয় চাই জীবন মৃত্যুর ফিৎনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পাপাচার ও ঋণভার হতে। (বুখারী, হাদীস নং ৮৩২, মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৯)

উল্লিখিত দু'আটি সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কেরামকে এ দু'আটি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন তিনি কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। (মুসলিম, হাদীস নং ৫৯০)

বিখ্যাত তাবেঈ তাউস (র) সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) লিখেছেন যে, তিনি একবার তাঁর নিজের সন্তানকে বললেন, তুমি কি তোমার নামাযে ঐ দু'আ করেছো? সন্তান জবাবে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তাকে বললেন, তুমি নিজের নামায পুনরায় আদায় করো। তাঁর একথা বলার অর্থ এটা নয় যে, এ দু'আ ব্যতীত নামায হয় না। বরং দু'আটির গুরুত্ব বুঝানোর জন্যেই তিনি তাঁর সন্তানকে একথা বলেছিলেন। এখানে নামাযের শেষ বৈঠক দরূদের পরে দু'আ করার কথাই শুধু বলা হয়েছে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, ফরয নামাযের শেষেও শরীয়াত সম্মত দু'আ করা সুন্নাত। শুধু তাই নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে নামায থেকে ফারেগ হবার পরে দু'আ পড়ার আদেশ দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর রচিত কিতাব সহীহ বুখারীতে কিতাবুদ্দাওয়াতে ১৮ নং অধ্যায়ে নামাযের পরে দু'আ করার বর্ণনা নামে পৃথক একটি শিরোনাম সন্নিবেশিত করেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে হাজার (র) ফাতহুল বারিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন, ঐসব লোক যারা মনে করে নামাযের পরে দু'আ করা যাবে না, তাদের ভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এই শিরোনাম উল্লেখ করেছি। (ফাতহুল বারি, ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৩৩)

ইমাম তিরমিযী (র) আবু ইমামাহ্ যাহেলী (রা) থেকে এ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা পেশ করেছেন, তিনি বলেন ঃ

قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَعَقِبَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ ـ

নবী করীম (সা)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) কোন দু'আ সব থেকে বেশী কবুল হয়? জবাবে তিনি বললেন, রাতের শেষ অংশে এবং ফরয নামাযের পরের দু'আ। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৯৯)

উল্লিখিত বরকতময় হাদীসটি একটি বড় হাদীসের নীচের অংশ। ইমাম ইবনে কাসীর (র) সূরা আলাম নাশরাহ এর 'ফাইযা ফারাগতা ফানসাব ওয়া ইলা রাব্বিকা ফারগাব' এই আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যখন তোমরা নামায থেকে অবসর নিবে তখন ঐ স্থানেই বসে দু'আ করবে। (তাফসীর ইবনে কাসীর)

সুতরাং যে কোনো নামাযের পরে দু'আ করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং উত্তম আমল। তাছাড়া দু'আ করার সময় দুই হাত উঠানো কি সুন্নাত? এ প্রশ্নের জবাবে ইমাম সুয়ূতী (র) এ বিষয়ের ওপর এক স্বতন্ত্র পুস্তক লিখে তার নাম দিয়েছেন, ফাযলুল ওয়াআয়ে, ফি হাদীসি রাফয়েল ইয়াদাইনে ফিদ দুআয়ে। এই পুস্তকে তিনি ৪০টিরও অধিক হাদীস উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, দু'আ করার সময় হাত উঠানো সুন্নাত। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ ـ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক লজ্জাশীল এবং করুণাময়, যে বান্দা তাঁর দরবারে দুই হাত উঠিয়ে কিছু প্রার্থনা করবে আর তিনি কিছু না দিয়ে হাত ফিরিয়ে দিবেন (এটা হতে পারে না)। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

www.pathagar.com

অতএব হাত উঠিয়ে দু'আ করাটাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ রাখতে হবে যে দু'আ একাকী করতে হবে। ইমাম এবং মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে নয়, যেমন আমাদের দেশে এই প্রথা একান্ত প্রয়োজনীয় বানিয়ে নেয়া হয়েছে। এ পদ্ধতিকে মুস্তাহাব মনে করা সঠিক নয়। বিখ্যাত মুফতী জনাব রশীদ আহ্মাদ (র) লিখেছেন, রাসূল (সা) প্রায় সব সময়ই পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় করতেন। যদি তিনি নামায শেষে কখনো সম্মিলিতভাবে দু'আ করতেন তাহলে বিষয়টি কেউ না কেউ অবশ্যই বর্ণনা করতেন। এক্ষেত্রে বিষয়টি যদি অত্যাবশ্যকীয় মনে করে নেয়া হয়, তাহলে তা স্পষ্টতই বিদ'আত হবে। (আহ্সানুল ফাতওয়া, তৃতীয় খণ্ড)

বিসমিল্লাহ্র অপূর্ব বরকত ও ফযীলত

যে কাজের সূচনায় মহান আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, সে কাজই সহীহভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্যেই মুসলমানদের প্রতি আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেনো প্রত্যেকটি কাজের শুরু বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারণের মাধ্যমে করে। যেমন খাদ্য গ্রহণ-পানি পান, ঘরে প্রবেশ ও বের হবার সময়ও যেনো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৩৭৬)

নবী কারীম (সা) প্রত্যেক কাজের সূচনায় বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারণ করতেন এবং পাত্রের প্রারম্ভেও বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখতেন। এটা বুখারী ও মুসলিম হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে। (বুখারী হাদীস নং ২৭৩২, মুসলিম, হাদীস নং ১৭৮৩)

সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবী হযরত সুলাইমান (আ) সাবার রাণীর কাছে যে পত্র লিখেছিলেন, সে পত্রের সূচনাতেও তিনি লিখেছিলেন, বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (সূরা নাহ্ল ৩০) অযুর শুরুতেও বিস্মিল্লাহ্ উচ্চারণ করতে হবে। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

تَوَضَّؤُوْا بِسْمِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ বিস্মিল্লাহ্ বলে অযু শুরু করো। (নাসায়ী, হাদীস নং ৭৮)

স্বামী স্ত্রী মিলিত হবার পূর্বে যে দু'আ পড়া হয়, সে দু'আর সূচনাতেও বিস্মিল্লাহ্ রয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ৫১৬৫)

www.pathagar.com

অর্থাৎ এটা সেই কল্যাণময় বাক্য, যার বরকতে প্রত্যেকটি নেক কাজই যথার্থভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করে আর সে কাজের রক্ষাকারী হয়ে যান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা।

আমাদের জীবন, ধন সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার পরিজনের তথা যে কোনো বিষয়ের ক্ষতি, শত্রুর-শত্রুতা ও অকল্যাণ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে আমাদেরকে যে দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা হলো ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ ـ

(বিস্‌মিল্লাহি আলা নাফ্‌সী ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী) অর্থাৎ আমার প্রাণ-ধন সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সবই আল্লাহর নামে। (আল আযকার, ইমাম নববী, হাদীস নং ৩৩৫)

বিস্‌মিল্লাহ্‌ সম্বলিত বাক্য এতই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন যে, ওহুদের যুদ্ধে এক সময় হযরত তালহা ইবনে উবাইদ (রা) আহত হলেন এবং তাঁর একটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এ সময় হঠাৎ করেই তাঁর মুখ থেকে একটি বাক্য উচ্চারিত হলো। নবী কারীম (সা) তা শুনে বললেন ঃ

لَوْ قُلْتَ بِسْمِ اللّٰهِ لَرَفَعَتْكَ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ حَتّٰى تَلِجَ بِكَ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ ـ

অর্থাৎ তুমি ঐ শব্দ বলার পূর্বে যদি বিস্‌মিল্লাহ্‌ উচ্চারণ করতে তাহলে ফিরিশ্‌তা তোমাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দিতো এবং লোকজন তোমার দিকে দেখতো। (সহীহ্‌ আল জামে হাদীস নং ৫২৭৬, নাসায়ী, হাদীস নং ৩১৪৯) সুতরাং এই বাক্যটি উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে এতো বিরাট কল্যাণ ও সফলতা তিনি দিয়েছেন যে, মানুষের জন্যে দুনিয়ার জীবনকাল ইসলামী জীবন ধারায় পরিণত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার অকল্পনীয় ফযীলত

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা এবং গ্রন্থবদ্ধ কুরআনেও এই সূরাকে সর্ব প্রথম স্থান দেয়া হয়েছে। সকল মুসলমান এই সূরা নামাযের প্রত্যেক রাকাআতেই পড়ে থাকে। এটি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সূরা এবং এর ফযীলত ও গুরুত্ব খুবই বেশী। এই সূরায় ব্যবহৃত আরবী অক্ষরের সংখ্যা ১২২ টি। নবী

www.pathagar.com

ফারীম (সা) বলেছেন, পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে দশটি নেকী পাওয়া যায়। এই দৃষ্টি কোণ থেকে সূরা ফাতিহা একবার পড়লে ১২২×১০ = ১২২০ টি নেকী আমলনামায় লেখা হয়।

আর প্রত্যহ ফরয নামায হলো ১৭ রাকাআত। আর ওয়াজিবসহ সুন্নাত হলো ১৫ রাকাআত ১৫+১৭ = ৩২ রাকাআত। অতপর ১ বার পড়লে নেকী হয় ১২২০×৩২ = ৩৯,০৪০ টি নেকী প্রত্যহ আমলনামায় লিখে দেয়া হয়। অতএব যদি আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সকল রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়া ছাড়াও কিছু সময় ব্যয় করে সূরা ফাতিহা পড়ি, তাহলে এর বিনিময়েও অগণিত সওয়াব এবং নেকী অর্জন করতে পারি। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইচ্ছে করলে এই নেকীর সংখ্যা যতগুণ খুশী ততগুণ বৃদ্ধি করে দিতে পারেন।

সুতরাং আমাদের উচিত হলো অতি সহজে অর্জন করার মতো নেক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আখিরাতে আমাদের আমলনামা নেকীতে পরিপূর্ণ করা। এই হলো সূরাতুল ফাতিহা ঃ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ (٢) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ (٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ـ

সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াতের ফযীলত

সূরাতুল বাকারা পবিত্র কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে সব থেকে বড় সূরা এবং এটা সেই সূরা, যার মধ্যে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত (আয়াতুল কুরসী) রয়েছে।

এই সূরার শেষ দুটো আয়াতের চিরস্থায়ী ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

بَيْنَمَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

www.pathagar.com

سَمِعَ نَقِيْضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هٰذَا بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْتَحْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ـ فَقَالَ هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ اِلاَّ الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ اَبْشِرْ بِنُوْرَيْنِ اُوْتِيْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِىٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِّنْهُمَا اِلاَّ أُعْطِيْتَهُ ـ

কোনো একদিন হযরত জিবরিল (আ) নবী করীম (সা)-এর কাছে বসেছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড একটি শব্দ শোনা গেলো। হযরত জিবরিল (আ) নিজের মাথা উঁচু করে বললেন, এটা আকাশের সেই দরজা খোলার শব্দ যা আজকের পূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। উক্ত দরজা দিয়ে একজন ফিরিশ্‌তা পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন যিনিই ইতোপূর্বে আর কখনো পৃথিবীতে আগমন করেননি।

সে ফিরিশ্‌তা নবী করীম (সা)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার জন্যে দুটো নূরের সুসংবাদ রয়েছে। উক্ত নূর দুটো হলো, সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত। যা আপনার পূর্বে অন্য কোনো নবীকে প্রদান করা হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত থেকে একটি অক্ষরও পড়ে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন তা প্রদান করা হবে। (মুসলিম, হাদীস নং ৮০৬) অর্থাৎ সূরাতুল ফাতিহা এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াতকে নূর হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এ দুটো পড়ে মহান আল্লাহর কাছে যা কিছু (বৈধ) চাওয়া হবে তা কবুল করা হবে।

সুতরাং আমাদের সকলকে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা শেষ দুটো আয়াতকে দু'আ কবুলের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ قَرَأَ بِالْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِىْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

যে ব্যক্তি রাতে সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত তিলাওয়াত করবে, এটাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে অর্থাৎ উক্ত আয়াত সারা রাতে সে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে পরিণত হবে।

www.pathagar.com

এ আয়াত দুটো রাতে শোয়ার পূর্বে তিলাওয়াত করতে হবে। (বুখারী, হাদীস নং ৫০০৮) আল্লাহ তা'আলার আরশে আযীমের নীচে যে ভাণ্ডার রয়েছে এই আয়াত দুটো সে ভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

أُعْطِيَتْ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ ـ

আমাকে সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত দেয়া হয়েছে, যা আরশে আযীমের নীচে প্রোথিত ধন ভাণ্ডারের মধ্যে রয়েছে। (আহমাদ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৮, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ২৪০৪)

হযরত আলী (রা) বলেছেন, এটা আমার জানা নেই, যে উপযুক্ত বয়সের জ্ঞান বিবেক ও বুদ্ধি সম্পন্ন কোনো মুসলমানের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যে, রাতে ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী এবং সূরাতুল বাকারার শেষ দুটো আয়াত তিলাওয়াত করে না।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩৫) পবিত্র কুরআনের উক্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত দুটো সর্ম্পকে ইমাম তিরমিযী (র) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন ঃ

وَلاَ يُقْرَءَانِ فِىْ دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرُبُهَا شَيْطَانٌ ـ

যে স্থানে বা বাড়ীতে পবিত্র কুরআনের আয়াত দুটো তিন রাত তিলাওয়াত করা হবে, দুষ্কৃত প্রকৃতির জ্বীন এবং শয়তান সে স্থান বা বাড়ির আশে পাশে আসবে না। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৮২)

এ দুটো আয়াত সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এ দুটো আয়াত নিজ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও, কেননা এ আয়াত দুটো কুরআন এবং দু'আ। অন্য একটি হাদীসে এর ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ أَيَةٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تُحِبُّ أَنْ تُصِيْبَكَ وَأُمَّتَكَ؟ قَالَ أُخِرُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ خَيْرًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

এক ব্যক্তি আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আপনি নিজের এবং আপনার উম্মতের (দুনিয়া আখিরাতের) জন্যে কোন আয়াতকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন? জবাবে তিনি উক্ত দুটো আয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, দুনিয়া

www.pathagar.com

আখিরাতের সমগ্র খাজানা এই দুটো আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। (সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৩৩৮০)

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ اللّٰهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أُعْطَانِيْهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِيْ تَحْتَ الْعَرْشِ ـ فَتُعَلِّمُوْهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ ـ

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই সূরাতুল বাকারার শেষের দুটো আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাঁর নিজের খাজানা থেকে দিয়েছেন, যা আরশে আযীমের নীচে রয়েছে। এ জন্যে এই আয়াত দুটো তোমরা তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা দাও। (অর্থাৎ মুখাস্ত করাও) কেননা এ দুটো আয়াত নামায ও কুরআন এবং দু'আর মতো। (মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬২, তারগীব, হাদীস নং ২১৬৬)

উল্লিখিত সকল হাদীস থেকে এই আয়াত দুটোর গুরুত্ব, মহত্ত্ব, সম্মান-মর্যাদা ও ফযীলত অনুধাবন করা যায়। তাই আমাদের সকলেরই উচিত উক্ত আয়াত দুটো অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা।

সেই সাথে আয়াত দুটোর অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নেয়া আবশ্যক। তাছাড়া এই আয়াত দুটো সম্পর্কে নিজের পরিবার পরিজন ও ঘনিষ্ঠজনদেরকে অবহিত করা উচিত। উক্ত আয়াত দুটো খুবই ছোট এবং অতি অল্প সময়েই মুখস্থ করা যায়, যা নিয়মিত তিলাওয়াতের মাধ্যমে দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যাণ ও বরকত অর্জন করা সম্ভব।

সূরা ইখলাস তিলাওয়াতে অফুরন্ত ফযীলত

পবিত্র কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার নাম সূরাতুল ইখলাস। এই সূরাটির মধ্যে বিশেষভাবে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে মহান আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহীদের বিষয়টি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা হয়েছে বিধায় এই সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে ইখলাস। এই সূরাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। নবী করীম (সা) এই সূরাটির গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামকে নানাভাবে

www.pathagar.com

বুঝিয়েছেন। তিনি এটা পছন্দ করতেন যে, মুসলমানগণ এই সূরাটি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক প্রচার করুক। কারণ এই সূরাটিতে ইসলামী জীবন বিধানের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস তথা তাওহীদ মাত্র চারটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতীব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন মানুষের জন্যে যে জীবন বিধান উপস্থাপন করেছে, তার প্রধান তিনটি আকীদাই এর ভিত্তি। ১. তাওহীদ, ২. রিসালাত ও ৩. আখিরাত। এ সূরাটি নির্ভেজাল ও অকাট্য তাওহীদের আকীদা উপস্থাপন করে বলেই নবী করীম (সা) সূরাটিকে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (সা) একজন সাহাবীকে একটি বিশেষ অভিযানে নেতা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। অভিযানে থাকাকালীন সময়ে ঐ সাহাবী স্থায়ী নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে, তিনি প্রত্যেক নামাযেই সূরা ইখলাস পড়ে কিরআত শেষ করতেন। অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে তাঁর সাথীরা বিষয়টি রাসূল (সা)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। নবী করীম (সা) উক্ত সাহাবী সম্পর্কে বললেন, তাঁকে প্রশ্ন করো, কেন সে এমন করেছে? ঐ সাহাবীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, এই সূরায় আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও তাঁর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে এই সূরাটি তিলাওয়াত করতে আমার সব থেকে বেশী ভালো লাগে। তাঁর একথা শুনে রাসূল (সা) বললেন ঃ

أَخْبِرُوْهُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّهُ ـ

যাও ঐ লোকটিকে বলো মহান আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। (বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭৫)

হযরত আনাস (রা) বলেন, একজন আনসার সাহাবী কুবা মসজিদে নামায আদায় করাচ্ছিলেন। তাঁর নিয়ম ছিলো তিনি প্রত্যেক রাকাআতে প্রথমে সূরা ইখলাস পড়তেন পরে অন্য কোনো সূরা তিলাওয়াত করতেন। উপস্থিত লোকজন এতে আপত্তি জানিয়ে বললো, তুমি এমন করছো কেন? সূরা ইখলাস তিলাওয়াতের পর একেই যথেষ্ট মনে না করে আরো অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ছো এটা ঠিক নয়। সূরা ইখলাসই শুধু পড়ো না হয় এ সূরা বাদ দিয়ে অন্য কোনো সূরা পড়ো। ঐ সাহাবী বললো, আমি এই সূরা পাঠ করা বাদ দিতে পারবো না। তোমরা চাইলে আমি নামায আদায় করাবো, না হয় আমি ইমামতি ছেড়ে দিবো। কিন্তু লোকজন তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ইমাম বানানো পছন্দ করলো না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নবী কারীম (সা)-কে জানানো হলে তিনি উক্ত সাহাবীকে বললেন, তোমার সাথীরা যা

www.pathagar.com

চায় তা মেনে নিতে তোমার অসুবিধা কোথায়? ঐ সাহাবী বিনয়ের সাথে জানালো, এই সূরাটিকে আমি অত্যধিক ভালোবাসি। তাঁর কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন, এই সূরাটির প্রতি তোমার এমন ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়েছে। (বুখারী) আরেক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ ـ

অর্থাৎ সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছে। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৯০১)

এই সূরা একবার পড়লে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করার সমান সওয়াব পাওয়া যায়। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ

সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহিত। এই সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী, হাদীস নং ৫০১৩)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ قَرَأَ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) فَكَأَنَّمَا بِثُلُثِ الْقُرْاٰنِ ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরাতুল ইখলাস পড়েছে সে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করেছে। (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৫ম খণ্ড, ১৪১) অতএব হাদীস অনুযায়ী সূরা ইখলাস তিনবার পড়লে সে যেনো সম্পূর্ণ কুরআন পড়লো।

নামাযের হিসাবে একথা প্রমাণ হয়েছে যে, ১ মিনিটেই এই সূরাটি ৫/৬ বার পড়া যায়, তাহলে মাত্র ১ মিনিটেই পবিত্র কুরআন ২-বার খতম দেয়ার সওয়াব অর্জন করা যেতে পারে। এভাবে কোনো ব্যক্তি যদি প্রত্যেকদিন ১০ মিনিটে ৬০ বার সূরা ইখলাস পড়ে, তাহলে ৩০ দিনে অর্থাৎ প্রতিমাসে সে ব্যক্তি ১,৮০০ বার সূরা ইখলাস পড়লো। হাদীস অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে ৬০০ বার পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করলো। আর সূরা ইখলাস পড়ার এই ধারাবাহিকতা যদি কোনো ব্যক্তি সারা বছর জারী রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি বছরে ৭,২০০ বার সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার সওয়াব লাভ করতে পারে। এটাতো শুধু এক বছরের হিসাব, কোনো ব্যক্তি যদি মৃত্যু পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখে তাহলে কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম

www.pathagar.com

হবে ইনশা-আল্লাহ। সুতরাং আমাদের সকলকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে, আমরা যেন সূরা ইখলাস বার বার তিলাওয়াত করে এর বিনিময়ে অগণিত সওয়াব উপার্জন করতে পারি। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সূরাটি তিলাওয়াত করার সাথে সাথে এর অর্থ, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে হবে। এ সূরা মানুষকে কি শিক্ষা দিতে চায়, মানুষের কাছে তাঁর আপন স্রষ্টার পরিচয় কিভাবে তুলে ধরেছে, আল্লাহ তা'আলার কোন ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য, এ গুলো সঠিকভাবে জানতে হবে। কেননা এই সূরা তিলাওয়াত করলে, সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু এর অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, গুরুত্ব ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং মূল শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করলে যেমন ঈমানের স্বাদ অনুভব করা যাবে না, তেমনি তাওহীদের প্রতি অটল-অবিচল তথা দৃঢ়পদ থেকে আমল করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং সূরা ইখলাস পড়লে পবিত্র কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বা তিনবার পড়লে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করার সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত না করে শুধুমাত্র সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করাকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে? বরং সূরা-ইখলাস পড়ার সাথে সাথে পবিত্র কুরআনও একটু একটু করে তিলাওয়াত করতে হবে এবং এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত শেষ করতে হবে। পাশা-পাশি পবিত্র কুরআনের তাফসীর অধ্যয়ন করলেও এর উপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ।

ছোট্ট একটি কালিমার ধারণাতীত ফযীলত

কালিমা তাওহীদ নবী কারীম (সা) প্রত্যেক নামায শেষে পড়তেন। মাত্র ৪ মিনিট বা এরও কম সময় ব্যয় করে এই কালিমা ১০ বার পড়া যেতে পারে। আর মাত্র কয়েক মিনিটে অগণিত সওয়াব অর্জন এবং বিশাল বিনিময় লাভ করা সর্ম্পকে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, তা ঈমানদারদের জন্যে এক বিরাট সুসংবাদ। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

لَآ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰـهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ـ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু-লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ি ওয়াইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদির।

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক,

www.pathagar.com

তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। জীবন মৃত্যুর ফায়সালা কেবল মাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই কালিমা মাগরিবের নামাযের পরে দশ বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করবেন। উক্ত ফিরিশ্‌তা সকাল পর্যন্ত সে ব্যক্তিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে হেফাযত করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ ব্যক্তির আমলনামায় দশটি নেকী লিখে দিবেন, দশটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন এবং দশ জন মুসলিম গোলাম মুক্ত করার সওয়াব দান করবেন। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩৪)

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ফযীলত

আকারে ছোট এবং খুবই সহজ নেকীর মধ্যে ঐ নেকী সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণনা করা হয়েছে, যা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এ সব নেক কাজের আনজাম দেয়ার ব্যাপারে বড় ধরনের সুসংবাদ এবং বিনিময়ে সীমাহীন সওয়াব প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে। এসব কথা শুনে মুমিনদের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যেনো এসব নেকীর কাজকেই জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। আত্মীয়তার বন্ধন সর্ম্পকে আমরা সকলেই জানি যে, এটা মানুষের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত এবং ইসলামে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেক বেশী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আরশে আযীমের মতো সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান জায়গায় আত্মীয়তার বন্ধনকে স্থান দিয়েছেন। নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ ـ

আত্মীয়তার বন্ধনকে আল্লাহ তা'আলা আরশের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এই বন্ধন বলতে থাকে যে ব্যক্তি আমাকে অটুট রাখে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে বন্ধন অটুট রাখেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। (বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৯, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৫)

হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِىْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ ـ

www.pathagar.com

আমিই আল্লাহ এবং আমি দয়ালু, আমিই আত্মীয়তার বন্ধনকে সৃষ্টি করেছি। আত্মীয়তার বন্ধনকে আমি নিজের রহমান (দয়ালু) নাম থেকে নির্গত করেছি। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রাখবে আমিও তাকে অটুট রাখবো। আর যে ব্যক্তি একে বিচ্ছিন্ন করবে আমিও তাকে বিচ্ছিন্ন করবো। (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৯৪, তিরমিযী, হাদীস নং ১৯০৭)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরাহ গুনাহ অর্থাৎ যতগুলো বড় গুনাহ্ আছে, এটি তার মধ্যে অন্যতম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি আল্লাহর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত যোবায়ের বিন মোতায়েম বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি,

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। (বুখারী, কিতাবুল আদাব)

কাজী আয়ায বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা যে ফরয এ বিষয়ে কোন মত পার্থক্য নেই। তাই তা ছিন্নকারী যে বিরাট পাপী তাও বিতর্কের উর্ধ্বে। অতএব আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ফাসেক ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের গুণ। এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ .

যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে এবং যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। (বাকারাহ ২৭)

এ প্রসঙ্গে সূরা মুহাম্মদের ২২ থেকে ২৩ নং আয়াতে নির্দেশ রয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ যমীনে ফাসাদ সৃষ্টিকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ওপর লানত বা অভিশাপের কথা ঘোষণা করেছেন এবং তাদেরকে বধির ও অন্ধ করে দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

ثَلَاثَةٌ لَايَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ .

www.pathagar.com

তিন ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা হচ্ছে, মদ পানকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং যাদু বিশ্বাসকারী। (আহমাদ) আল্লাহ যেনো আমাদেরকে আত্মীয়তার হক আদায় করে, জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার তাওফীক দান করেন।

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

যে ব্যক্তি এটা চায় যে, তার রিয্ক এ বরকত হোক এবং তার হায়াতেও বরকত হোক, সে যেনো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে। (বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৭) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّمُدَّ لَهُ فِىْ عُمُرِهِ وَيُوَسَّعَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوْءِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ـ

যে ব্যক্তি এটা চায় যে, তার জীবনকালে বরকত হোক এবং তার রিয্ক এর আধিক্য ও প্রস্থতা আসুক এবং তার শেষ অবস্থা যেনো খারাপ না হয়, তাহলে তার উচিত আল্লাহ ভীরুতা অর্জন করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। (জামেউয যাওয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৩, আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২, তারগীব ওয়াত তারহীব হাদীস নং ৩৫৯৭) আল্লাহ বলেন ঃ ঐ দুইজনকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ তারা পরস্পরের অসন্তুষ্টি দূর করে একে অপরের প্রতি প্রসন্ন না হয়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৫)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

لَايَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ـ

কোনো মুসলমানদের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, সে তার অন্য ভাইয়ের প্রতি ৩ দিনের অধিক অসন্তুষ্ট থাকবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের অধিক অসন্তুষ্ট থাকবে এবং এ অবস্থায় যদি সে ইন্তেকাল করে তাহলে সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯১৪) আর নবী কারীম (সা) তাঁর পবিত্র বরকতময়

www.pathagar.com

যবানে সুসংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি দূর করার লক্ষ্যে প্রথমে প্রচেষ্টা চালাবে এবং স্বয়ং নিজে গিয়ে অন্য ভাইয়ের অসন্তুষ্টি দূর করবে, এমন ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটতম বান্দাহ্ হয়ে যায়। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা সম্পর্কিত যে ফযীলতের কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে তা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন। এখানে আরো দুটো হাদীস দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করছি।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللّٰهَ بِالْقَوْمِ الدِّيَارِ وَيُثَمِّرُ لَهُمُ الْاَمْوَالَ وَمَا نَظَرَ اِلَيْهِمْ مُنْذُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَهُمْ قِيْلَ ـ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ بِصِلَتِهِمْ اَرْحَامَهُمْ ـ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ কতিপয় জনবসতিকে বরকত ও সমৃদ্ধি দান করেন, যদিও আল্লাহ উক্ত জনবসতিসমূহের প্রতি এতটাই অসন্তুষ্ট থাকেন যে, তাদের সৃষ্টি লগ্ন থেকে কখনো তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি। তবুও আল্লাহ তাদের প্রাণ–ধন সম্পদে বিপুল সমৃদ্ধি দান করেন। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার কারণেই তাদের প্রতি এই সীমাহীন দান। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২, তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ৩৭০২)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন ঃ

أَنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ حَتّٰى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُوْنُوْنَ فَجَرَةً فَتَنْمُوْا أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ إِذَا تَوَاصَلُوْا ـ

অবশ্যই অতি দ্রুত যে নেকীর বিনিময় পাওয়া যায়, তাহলো আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা। যদিও কিছু সংখ্যক মানুষ সীমালঙ্ঘনকারী ও পাপাচারী হয়ে থাকে। কিন্তু এরপরে তাদের প্রাণ ও ধন সম্পদে প্রাচুর্যতা আসে শুধুমাত্র তাদের আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার কারণে। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১১) আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা একেই বলে যে, আমরা সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলব। প্রকৃত পক্ষে আত্মীয়-স্বজন যদি খারাপ বা ভালো যেমন

www.pathagar.com

ব্যবহারই করুক না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তাদের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি আবেদন করলো হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে ইচ্ছুক। কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় এবং খারাপ ব্যবহার করে। জবাবে নবী কারীম (সা) ঐ ব্যক্তিকে বললেন ঃ

أِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَدَّ وَلاَيَزَالُ مَعَكَ ـ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

তুমি যেমনটি বলেছো, এমনই যদি হয় তাহলে তুমিই এর ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলবে, ততক্ষণ তোমার সাথে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী (ফিরিশ্তা) থাকবে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৫৮)

সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে চলার কারণে জীবনের নিরাপত্তা, ধন সম্পদ ও রিয্ক-এর বরকত হয় এবং পরিবার-সমাজ ও দেশ সমৃদ্ধ হয়। আসুন, আত্মীয় স্বজন ও বংশের লোকজন একে অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি, একজন অন্যজনের কাছে যাতায়াতের সূচনা করি, এর ফলশ্রুতিতে দেখা যাবে কিভাবে আকাশ থেকে বরকত ও রহমত নাযিল হচ্ছে। যমীন কিভাবে তার অভ্যন্তরের সম্পদসমূহ উদগীরণ করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করছে।

পরস্পরের মধ্যকার মতানৈক্য, অনৈক্য ও হিংসা-বিদ্বেষই বর্তমানে আমাদের সকল অশান্তি ও হতাশার মূল কারণ। নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ فِىْ كُلِّ أِثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْءً إِلاَّ امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ أُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا ـ

প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মানুষের কর্ম মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে খুশী ক্ষমা করে দেন শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে, শির্ক করেছে এবং ঐ দুইজন লোক, যারা একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট। (আবু দাউদ,

www.pathagar.com

হাদীস নং ৪৯০২, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ৪২১১) সহীহ্ ইবনে হাব্বানের আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُوْنَ فَيَحْتَاجُوْنَ ـ

যে পরিবার আত্মীয়তার বন্ধনকে প্রাধান্য দেয়, সে পরিবার কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না। (হাদীস নং ২০৩৮)

আর এটাই গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, আত্মীয়-স্বজনের কাছে সব সময় যাতায়াত করতে হবে। বরং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দু'আ করা, তাদের কুশলাদি জানা ও সালাম বিনিময় করেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা যায়। বর্তমানে মোবাইল-টেলিফোনসহ যোগাযোগের অন্যান্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এগুলো ব্যবহার করেও সকলের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা যেতে পারে, প্রয়োজন শুধু ইচ্ছা।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلاَمِ ـ

অর্থাৎ শুধুমাত্র সালাম বিনিময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে পারো। (জামেউস্ সগীর, হাদীস নং ২৮৩৮)

উল্লিখিত হাদীস আমাদের জন্যে ঐ গুরুত্বপূর্ণ নেকী অর্জনের পথকে অধিক সহজ করে দিয়েছে। তাই আসুন, আজ আমরা অঙ্গীকার করি এবং এসব হাদীস থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমাদের দু'আ ও কাজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে কবুলের জন্যে প্রার্থনা করি। আমীন, ছুম্মা আমীন।

বৃক্ষ রোপণ করার ফযীলত

মুসলমানের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া প্রয়োজন যে, তারা পৃথিবীতে মানুষসহ সকল প্রাণীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করবে এবং নিজের গুণাবলীর মাধ্যমে অন্যের কল্যাণ সাধন করবে।

শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাস্‌বীহ্ তাহলীলের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখা এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দেয়ার নাম ইবাদত নয়, বরং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাস্‌বীহ তাহলীলসহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর

www.pathagar.com

হুকুম পালন করাই হচ্ছে ইবাদত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, নিজে নিজের পরিবার ও এলাকা, রাস্তা পথ তথা চলাফেরা ও বসবাসের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং এভাবে অন্যেরও কল্যাণ সাধন করবে। তাছাড়া নির্মল বাতাস ও ছায়ার জন্যে বৃক্ষ রোপণ করবে, এসব বৃক্ষ থেকে শুধু মানুষই কল্যাণ লাভ করে না, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ অসংখ্য প্রাণী ও ক্ষুদ্র প্রাণীরা বাসা বাঁধে, পাখি নিজের বাসস্থান গড়ে তোলে, এর ফলমুল আহার করে, ছায়া লাভ করে, আর মানুষ পায় নির্মল ও সুশীতল বাতাস। একাজের মাধ্যমে একদিকে যেমন সমাজ ও দেশের প্রতি বিরাট দায়িত্ব পালন করা হয়, সেই সাথে একাজ অনেক বড় নেকীরও বটে। আল্লাহ তা'আলা আমলনামা পরিপূর্ণ করে একাজের বিনিময় দান করবেন।

বৃক্ষ রোপণ করা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, এটা সাদকায়ে জারিয়ার কাজ। কেউ যদি একটি বৃক্ষ রোপণ করে, আর সেই বৃক্ষ থেকে পৃথিবীর যে সকল প্রাণী যতদিন পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে, সেই ব্যক্তির আমলনামায় ততদিন পর্যন্ত নেকী জমা হতে থাকবে এমনকি কবরে গিয়েও সে ব্যক্তি সওয়াব পেতে থাকবে। বৃক্ষের ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ প্রত্যেকটি অংশই মহান আল্লাহর তাসবীহ্ করতে থাকবে। সুতরাং বৃক্ষকর্তন নয়, বরং প্রত্যেকেরই উচিত নিজের জায়গায় ও অন্যের জায়গায়, পথের ধারে হোক অথবা বাড়ীর ছাদে, পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণ করা। এটা গেলো দুনিয়ার কথা।

এবার জান্নাতে বৃক্ষ রোপণের উপায় সম্পর্কে কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করছি। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ ـ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

যে ব্যক্তি বলেছে, 'সুবহানাল্লাহিল আযিমি ওয়া বিহাম্‌দিহী' সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৬৪)

তাসবীহ্, তাহ্‌মীদ ও তাকবীর এর সমন্বয়ে গঠিত বাক্য সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ـ يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِّنْهَا شَجَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

www.pathagar.com

'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করার বিনিময়ে তোমাদের জন্যে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। (জামেউস সগীর, হাদীস নং ২৬১৩)

হযরত নূহ (আ) নিজের সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে এই তাসবীহ্ পড়ার উপদেশও দিয়েছিলেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَأُوْصِيْكَ بِسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ـ فَإِنَّهَا صَلاَةُ الْخَلْقِ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ ـ

আমি তোমাদের প্রতি অসিয়াত করছি, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহাম্দিহী' পড়তে থাকো, কারণ এ বাক্যটি সমগ্র সৃষ্টির দু'আ ও নামায এবং এরই কারণে সমগ্র প্রাণীকুলকে রিয্ক প্রদান করা হয়। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, হাদীস নং ৫৪৮, আহ্মাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭০)

'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার' এগুলো শুধুমাত্র তাসবীহ্ বা যিক্রই নয়, বরং অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দু'আও।

কারণ সমগ্র সৃষ্টি এসব তাস্বীহ সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে জারী রেখেছে এবং এরই বরকতে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত রিয্ক প্রদান করেন। একমাত্র মানুষই রিয্ক এর জন্যে হয়রান ও পেরেশান থাকে, কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো একটি প্রাণীও রিয্ক এর জন্যে হয়রান ও পেরেশান হয় না। উক্ত তাসবীহ্র বিনিময়ে মহান আল্লাহ সকল প্রাণীকে অগণিত রিয্ক দান করেন। সুতরাং যে সকল মানুষকে রিয্ক এর জন্যে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে হয় তাদের উচিত, উক্ত তাসবীহ্ অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করা।

নেকীর পাল্লায় ওযন বৃদ্ধির পাঁচটি সহজ আমল

মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সকল বান্দার আমল ওযন দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। মানুষের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার জন্যেই এই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই দাড়িপাল্লার এক দিকে মানুষের নেকী ও অপর পাল্লায় যাবতীয় অসৎকাজ ওযন দেয়া হবে। যদি এসব নেকীর কাজ একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, তিনি আমাদের প্রতি মেহেরবানী করে নমনীয় ব্যবহার করবেন। নবী কারীম

www.pathagar.com

(সা) তাঁর পবিত্র ঘোষণার মধ্যে এমন পাঁচটি নেকীর কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যা অন্যান্য সকল নেকীর মুকাবেলায় ওযনে অনেক বেশী ভারী। তিনি বলেছেন ঃ

لَخَمْسٌ مَا اَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفّٰى لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيَحْتَسِبُهُ ـ

অর্থাৎ : পাঁচটি নেকীর কাজ বড়ই (বিস্ময়কর) যা ওযনে সবচেয়ে বেশী ভারী করে দেবে। ঐ নেকীর কাজগুলো (হলো) ১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২. সুবহানাল্লাহ, ৩. ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ, ৪. আল্লাহু আকবার এবং ৫. সৎ ও আল্লাহভীরু সন্তান ইন্তেকাল করার কারণে যে মুসলমান ব্যক্তি সর্বোত্তম ধৈর্য অবলম্বন করেছে। (ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ৬৩৩)

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত উল্লিখিত তাস্‌বীহসমূহ অধিক পরিমাণে পড়া। বিশেষ করে প্রত্যেক ফরয নামায শেষে এ তাস্‌বীহ যত বেশী পড়া যাবে ততই আমলনামা সওয়াবে পূর্ণ হয়ে ভারী হতে থাকবে।

দু'আর আদব ও দু'আ কবুলের শর্ত

দু'আ নামক ইবাদাতের জন্যে পবিত্র হাদীস গ্রন্থগুলোয় দু'আ কবুলের শর্ত, আদব, স্থান ও সময়ের বর্ণনা রয়েছে। সংক্ষেপে আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি ঃ

দু'আর আদব ঃ ১. অযুবস্থায় দু'আ করা, ২. কিবলামুখী হওয়া, ৩. গুরুত্বপূর্ণ দু'আসমূহ তিনবার উচ্চারণ করা, ৪. দু'আর সময় দু'হাত সীনা (বক্ষদেশ) পর্যন্ত উঁচু করে নতশীরে দু'আ করা, ৫. কাকুতি-মিনতি ও ভয় ভীতির সাথে দু'আ করা, ৬. দু'আ করার সময় কণ্ঠস্বর খুব উঁচু অথবা একেবারে ক্ষীণস্বরেও দু'আ না করা ৭. পূর্ণ মনোযোগসহকারে দু'আ করা।

দু'আ কবুলের শর্ত

১. হালাল উপার্জনের অর্থ দিয়ে খাদ্য সামগ্রী ও জীবন পরিচালনার যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করা। ২. একাগ্রচিত্তে কায়মনো বাক্যে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই চাইতে হবে। ৩. আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী কারীম (সা)-এর

www.pathagar.com

প্রতি দরূদ ও সালাম দিয়ে দু'আ শুরু করতে হবে ও একই পদ্ধতিতে শেষ করতে হবে। ৪. দু'আ করার সময় নিজকৃত অপরাধের স্বীকৃতি দিতে হবে, গোনাহের জন্য লজ্জাবনত অবস্থায় ক্ষমা চাইতে হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে

৫. অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করা ধন সম্পদ এবং হকদারের হক ফেরৎ দিতে হবে ও তাওবা করতে হবে। ৬. দু'আ কবুলের দৃঢ় আশা পোষণ করতে হবে।

৭. দু'আ কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া বা অস্থির হওয়া যাবে না।

৮. আল্লাহ তা'আলার উত্তম নাম ও সুন্দর গুণাবলী দ্বারা এবং নিজের নেক আমলের উসিলা সহকারে দু'আ করা।

৯. কোনো অবৈধ কাজের জন্য বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দু'আ করা যাবে না।

১০. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) সাথে নাফরমানী হয়, এমন কাজ থেকে প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

যেসব স্থানে বা যে সময় দু'আ কবুল হয়

১. ফরয বা নফল রোযা পালনের ক্ষেত্রে ইফতারির পূর্বক্ষণে।

২. রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরে।

৩. প্রত্যেক রাতের শেষ অংশে।

৪. ফরয নামাযের শেষে।

৫. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

৬. জুমু'আর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্তে এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, সময়টি জুমু'আর দিনে আসরের সময় অথবা খুৎবা ও নামাযের সময়ও হতে পারে।

৭. সিজ্‌দারত অবস্থায়।

৮. আল্লাহ তা'আলার ইস্‌মে আযম পড়ার সময়, যা পড়ে দু'আ করলে আল্লাহ কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তিনি তা দিয়ে থাকেন।

৯. মসজিদে নববীতে রিয়াদুল জান্নাতে।

১০. নবী কারীম (সা)-এর যিয়ারতের স্থানে।

www.pathagar.com

১১. খালেস নিয়তে জমজমের পানি পান করার সময়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেছেনঃ মক্কার (১৫) টি স্থানে ও সময়ে দু'আ কবুল হয়।

সেগুলো হচ্ছে ঃ ১. মাতাফ অর্থাৎ তওয়াফের জায়গা। ২. মোলতাজিমে অর্থাৎ কাবাঘরের দরজায়। ৩. মীযাবের নীচে অর্থাৎ কাবাঘরের ছাদ থেকে যে স্থানে বৃষ্টির পানি পড়ে। ৪. কাবা শরীফের ভেতর। ৫. সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে। ৬. সাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝে। ৭. সায়ীর সময়। ৮. মাকামে ইবরাহীমের পেছনে। ৯. রোকনে ইয়ামানীর কাছে। ১০. রোকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝে। ১১. মসজিদে হারামে। ১২. আরাফাতে। ১৩. মোযদালিফা। ১৪. মীনায় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের স্থানে এবং ১৫. হাজারে আসওয়াদের কাছেও দু'আ কবুল হয়।

তবে দু'আ করার পূর্বে ও পরে অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (সা) এর দরূদ পড়তে হবে। হযরত ইউনুছ (আ) মহান আল্লাহর কাছে যে দু'আ করেছিলেন, সেই দু'আটিও পড়া যেতে পারে? নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

فَاِنَّهٗ لَمْ يَدْعُ بِهَا . لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
. رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِىْ شَيْءٍ قَطُّ اِلَّا اسْتَجَابَ اللّٰهُ لَهٗ .

অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান নিজের প্রয়োজনের জন্য এই দু'আটি, (লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নিকুনতু মিনায্ যলিমীন) পড়ে আবেদন করবে, তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫০৫)

দু'আ সম্পর্কে যা না জানলেই নয়

দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর মানুষের মনে তাকদীর সম্পর্কে বিভ্রান্তি। তাদের ধারণা, কল্যাণ-অকল্যাণ এসব কিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই তাকদীরের সমস্ত কিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে ঘটছে। অতএব নতুন করে আবার দু'আ করবো কেন এবং দু'আ করলে কি আমাদের তাকদীরের কোন পরিবর্তন ঘটবে? এটা মানুষের জন্য একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। এই ধারণা মানুষের মন থেকে সাহায্য চাওয়া ও দু'আ করার সমস্ত গুরুত্ব মুছে দেয়। যার ফলে এসব দু'আর মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় না।

www.pathagar.com

অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ - اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ -

অর্থ : তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো : যারা অহংকারের কারণে আমার ইবাদত থেকে না-ফরমানী করে, অচিরেই তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা মোমেন, ৬০) আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ - اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

(হে নবী) আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে (তবে বলে দাও) আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি। কবুল করে থাকি প্রার্থনাকারীর দু'আ, যদি আমার নিকট প্রার্থনা করা হয়। (বাকারা : ১৮৬)

অর্থাৎ এখান থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যথার্থভাবে দু'আর কারণে আল্লাহ মানুষের কর্মফল বা পরিণতি পরিবর্তন করেন। প্রতিটি কাজে মানুষের ভুল-ত্রুটি থাকাটাই স্বাভাবিক, তাই কৃত কাজের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আল্লাহ যাতে ভাল ফলাফল দেন সেজন্যে আমাদেরকে তাঁর নিকট কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করা উচিত। বান্দাহ্ যে উদ্দেশ্যে দু'আ করলো সেই জিনিসটি তাকে দেয়া হোক বা না হোক, আশা পূরণ হোক বা না হোক, কোন অবস্থায়ই তার দু'আর প্রতিদান থেকে সে বঞ্চিত হবে না। এ প্রসঙ্গে হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ - اِلاَّ الدُّعَاءُ -

অর্থ : দু'আ ব্যতীত আর কিছুই তাকদীরকে পরিবর্তন করতে পারে না (তিরমিযী) অর্থাৎ আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন। আর আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত তখনই পরিবর্তন করেন, যখন বান্দাহ্ কাতর কণ্ঠে তাঁর কাছে দু'আ করে ও সাহায্য চায়।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, নবী কারীম (সা.) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلاَّ اَتَاهُ اللّٰهُ مَاسَاَلَ اَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ ـ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ ـ

অর্থ ঃ বান্দাহ্ যখন আল্লাহর কাছে দু'আ করে আল্লাহ তখন হয় তার প্রার্থিত জিনিস তাকে দান করেন অথবা তার ওপরে সে পর্যায়ের বিপদ আসা বন্ধ করে দেন। যদি সে গোনাহের কাজে বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ না করে। (তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَامِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَلاَ قَطِيْعَةُ رَحِمٍ اِلاَّ اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِحْدٰى ثَلٰثٍ ـ اِمَّا اَنْ يُّعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ ـ وَاِمَّا اَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ وَاِمَّا اَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا ـ

অর্থ : একজন মুসলমান যখনই কোনো দু'আ করে তা যদি কোন গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তিনটি অবস্থার যে কোনো এক অবস্থায় কবুল করে থাকেন। হয় তার দু'আ এই পৃথিবীতেই কবুল করা হয়, নয়তো আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় অথবা তার উপরে এ পর্যায়ের কোনো বিপদ আসা বন্ধ করা হয়। (আহমাদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلاَيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ اِنْ شِئْتَ ـ اِرْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ اُرْزُقْنِىْ اِنْ شِئْتَ ـ وَلْيُعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ ـ

অর্থ : তোমাদের কোনো ব্যক্তি দু'আ করলে সে যেন এভাবে না বলে, হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দাও, তুমি চাইলে আমার প্রতি রহম করো এবং তুমি চাইলে আমাকে রিয্ক দাও। বরং তাকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়তার সাথে বলতে হবে, হে আল্লাহ। আমার অমুক প্রয়োজন পূরণ করো। (বুখারী)

www.pathagar.com

রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ

اُدْعُو اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ ـ

অর্থ : আল্লাহ দু'আ কবুল করবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দু'আ করো। (তিরমিযী)

হযরত হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) জানিয়েছেন ঃ

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاالْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَابُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ ـ

অর্থ : যদি গোনাহ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ না হয় এবং তাড়াহুড়া না করা হয় তাহলে বান্দার দু'আ কবুল করা হয়। রাসূলের কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ার বিষয়টি কি? তিনি জানালেন, তাড়াহুড়া হচ্ছে ব্যক্তির এ কথা বলা যে, আমি অনেক দু'আ করছি কিন্তু আমার কোনো দু'আই কবুল হচ্ছে না। এভাবে সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দু'আ করা থেকে বিরত থাকে।

হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, নবী কারীম (সা) জানিয়েছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের উচিত রব এর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ ـ

অর্থ : আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে অধিক সম্মানের জিনিস আর নেই। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে উমর ও মোয়ায ইবনে জাবাল (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) জানিয়েছেন ঃ

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ.

অর্থ : যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যে বিপদ এখনো আপতিত হয়নি তার

www.pathagar.com

ব্যাপারেও দু'আ উপকারী। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দারা, তোমাদের দু'আ করা কর্তব্য। (তিরমিযী, আহমাদ)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

سَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُّسْاَلَ ـ

অর্থ : আল্লাহর কাছে তার করুণা ও রহমত প্রার্থনা করো। কারণ আল্লাহ তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন। (তিরমিযী) রাসূল (সা) আরো বলেন ঃ

مَنْ لَمْ يَسْاَلِ اللّٰهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। (তিরমিযী)

সুতরাং মানুষের সমস্ত কাজের মধ্যে দু'আই সব থেকে মর্যাদাপূর্ণ এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার কাছে কিভাবে দু'আ করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে তা অনুগ্রহ করে তিনি তাঁর বান্দাকে শিখিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে এমন অনেক দু'আ রয়েছে। হে আল্লাহ আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের বিধান অনুসরণ করে আখিরাতের অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ আমরা যেন প্রত্যেকটি মুহূর্তে একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি তোমারই কাছে সাহায্য চাইতে পারি, কারণ নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ـ

অর্থ : দু'আ নিজেই ইবাদাত।

অস্থিরতা দূরীকরণ ও গোনাহ্ মাফের আমল

প্রত্যেক উম্মতের প্রতিই নবী করীম (সা)-এর সীমাহীন অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে গুরুতপূর্ণ অধিকার হলো তাঁর আনুগত্য করা এবং প্রত্যেকটি সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা। উম্মতের প্রতি নবী করীম (সা)-এর অধিকারসমূহের মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তাঁর প্রতি সর্বাধিক দরূদ পড়া। দরূদের ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে একথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীব (সা)-এর প্রতি রহমত ও সালাম প্রেরণ

www.pathagar.com

করেন এবং ঈমানদারদেরকেও তিনি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۔ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

অর্থ : নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফিরিশ্‌তারা নবীর ওপর দরূদ পাঠান, (অতএব) হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরাও নবীর ওপর দরূদ পাঠাতে থাকো এবং (তাঁকে) উত্তম অভিবাদন (পেশ) করো। (সূরা আল আহযাব-৫৬)

দরূদ পাঠের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে অগণিত কল্যাণ রয়েছে। এর মধ্যে এটা এক উচ্চ পর্যায়ের কল্যাণ যে, অধিক দরূদ পাঠ করার কারণে, যাবতীয় দুঃখ দুর্দশা এবং সকল প্রকার মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং গোনাহ্‌সমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۔ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قَالَ اُبَيٌّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قَالَ قُلْتُ اَلرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَلنِّصْفَ ۔ قَالَ مَاشِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قَالَ قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا قَالَ اِذًا تُكْفٰى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ ۔

অর্থ ঃ হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, রাসূল (সা) রাতে তৃতীয় প্রহরে বলতেন, হে লোকজন! এক মহা ভূকম্পন আসবে, আল্লাহকে স্মরণ করো। এর

www.pathagar.com

পরে পুনরায় আরেকটি ভূকম্পন আসবে! মৃত্যু তার কঠোরতা নিয়ে পৌঁছেছে! হযরত উবাই (রা) বলেন, আমি আবেদন প্রেরণ করে থাকি, আপনি বলে দিন আমি একাজের জন্যে কতটা সময় নির্ধারণ করবো? নবী (সা) বললেন, যতটা সময় চাও নির্ধারণ করো।

আমি আবেদন করলাম, অন্যান্য সকল ইবাদতের তুলনায় এক চতুর্থাংশ সময় নির্ধারণ করবো? তিনি বললেন, যতটা চাও কিন্তু এর থেকেও অধিক হলে ভালো হতো। আমি পুনরায় বললাম, তাহলে আমি আমার ঐচ্ছিক ইবাদতের (নফলসমূহ) জন্য নির্ধারিত সবটুকু সময় আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণের কাজে ব্যয় করবো।

নবী কারীম (সা) বললেন, যদি তুমি এমন করো তাহলে তোমার সকল পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে এবং তোমার সকল গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৫৭)

অর্থাৎ ছোট ও সহজ এই দরূদ পাঠকারীর সকল পেরেশানী, যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ মুসিবত দূর করে দেয়া হবে এবং তার গোনাহ্ও ক্ষমা করে দেয়া হবে। মুসলমানদের জন্যে এটা বিরাট সুসংবাদ। এ দরূদটি কতই না সহজ ও ছোট ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

"সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম অথবা আলাইহিস্ সলাতু ওয়াস সালাম।"

হাদীসে এটাও প্রমাণিত যে, নফল ইবাদাতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো অধিক পরিমাণে দরূদ পড়া। এখানেই শেষ নয়, রাসূল (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করা শাফায়াত লাভের ভিত্তি।

নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! রাসূলে করীম (সা)-এর প্রতি সলাত ও সালাম নাযিল করো, হে আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তোমার সান্নিধ্যে উচ্চ মর্যাদা তাঁকে নসীব করো। সেই ব্যক্তির জন্যে আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আহমাদ, চতুর্থ খণ্ড, হাদীস নং ১০৮, জামেউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৩) তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত বেশী বেশী করে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা।

www.pathagar.com

৯৯ টি রোগের নিরাময় ও দুশ্চিন্তা দূর করার আমল

(লা হাওলা ওয়া লাকুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ـ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه

অল্প সময়ে পড়ার মতো একান্তই সহজ এই বাক্যটিকে হাওকালাহ্ বলা হয়। এ বাক্যটির মূল কথা হলো, যে কোনো ধরনের শক্তি-সামর্থ্য, ক্ষমতা, হিম্মত, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সৃজনশীলতা, প্রতিভা, যোগ্যতা, সাহায্য-সহযোগিতা সকল কিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই লাভ করা যায়। একমাত্র তিনিই এ সব দেয়ার মালিক, অন্য কারো পক্ষে এ সব কিছু দান করা সম্ভব নয়।

এই ছোট্ট বাক্যটি ১ বার উচ্চারণ করতে মাত্র চার-পাঁচ সেকেণ্ড সময় এবং ১০০ বার পড়তে কয়েক মিনিট সময় ব্যয় হতে পারে। হাদীস শরীফে এ বাক্যটিকে আল্লাহর আরশে আযীমের খাজানা বা ট্রেজারী বলা হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে একে জান্নাতের দরজা বলা হয়েছে। (বুখারী, হাদীস নং ৬৩৮৪, মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪)

আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ وَلاَ مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلاَّ اِلَيْهِ كَشَفَ عَنْهُ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الضُّرِّ أَدْنَا هُنَّ الْفَقْرُ ـ

যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মালজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' (অর্থাৎ যাবতীয় শক্তি ক্ষমতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা একমাত্র মহান আল্লাহরই এবং তার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণের জায়গা নেই) পড়বে সে ব্যক্তির ৭০ প্রকার পেরেশানী দূর করে দেয়া হবে, যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট পেরেশানী হলো দরিদ্রতা ও অসহায়ত্ব।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এ বাক্যটি একবার পড়লে ৭০ প্রকার অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে এবং এই ৭০ ধরনের অস্থিরতায় মধ্যে অনেক ছোট্ট দিকটি হলো রিযক বা ধন সম্পদের জন্য মানুষ যে ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা ও অস্থিরতা অনুভব করে থাকে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে ঃ

مَنْ قَالَ لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ كَانَ دَوَاءً مِّنْ تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ دَاءً أَيْسَرُهَا الْهَمُّ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি লা হাওলা ওয়ালা কুউ ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি' পড়বে, তার ৯৯ টি রোগ ও অস্থিরতার অবসান ঘটবে। এর মধ্যে সব থেকে ছোট্ট রোগ ও অস্থিরতা হলো দুঃখ যন্ত্রণাবোধ। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮, তারগীব, হাদীস নং ২৩৪৬, হাকেম, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৪২)

এক কথায় যে কোনো ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-মুসিবতসহ সকল কিছুর প্রতিষেধক হলো এই হাওকালাহ্। প্রয়োজন শুধু মহান আল্লাহর রহমতের প্রতি গভীর আস্থাশীল হয়ে একনিষ্ঠভাবে উক্ত বাক্যটি বিনয়ের সাথে পড়া।

দুষ্ট জ্বীন ও শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার আমল

পবিত্র কুরআন হাদীসে শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জ্বীনদের মধ্যে যারা দুষ্কৃত প্রকৃতির, তাদেরকেও মানুষের দুশমন হিসেবে সূরাতুল কাহ্ফ এর ৫০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

শয়তান এবং জ্বীনকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, তারা মানুষকে সর্ব অবস্থায় দেখতে পায় কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। এ বিষয়ে সূরাতুল আরাফ এর ২৭ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃতির ডাকে টয়লেটে প্রবেশের সময় এবং যে কোনো বৈধ প্রয়োজনে পরিধেয় বস্ত্র খোলা বা সরানোর সময় শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীন কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এই শয়তান ও দুষ্ট প্রকৃতির জ্বীনের কুদৃষ্টির ক্ষতি থেকে মুসলমানদেরকে হেফাযত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর প্রিয় হাবীব (সা)-এর মাধ্যমে এক পরশমণি দান করেছেন। সে পরশমণি হলো, বিস্‌মিল্লাহ্,' এবং এ ব্যাপারে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

سَتَرَ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ أٰدَمَ اِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ ـ أَوْ اِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ ـ أَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ ـ

যখন কারো পরিধেয় বস্ত্র খোলার প্রয়োজন হয়, টয়লেটে যাবার প্রয়োজন হয় তখন যেনো সে শয়তান প্রকৃতির জ্বীনের কুদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্যে বিস্‌মিল্লাহ্' উচ্চারণ করে। (সহীহ আল জামে, হাদীস নং ৩৬১০)

www.pathagar.com

খুবই কম সময়ে অসংখ্য নেকী অর্জনের আমল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ (বিস্‌মিল্লাহ্‌ির রাহমানির রাহীম)

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামে শুরু। ঈমানদার মুসলমানগণ আল্লাহর এই বরকতময় নাম উচ্চারণ করেই সকল কাজের সূচনা করে। কারণ যে কাজে মহান আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, সে কাজই কল্যাণ ও বরকত সম্পন্ন হয় এবং অকল্যাণের অশুভ পরিণতি থেকে মুক্ত থাকে।

বিস্‌মিল্লাহ্‌ির রাহমানির রাহীম আরবী ভাষায় লিখতে ১৯ টি অক্ষরের প্রয়োজন হয়। সুতরাং পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর উচ্চারণ করলে হাদীসে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, তার আমলনামায় ১০ টি নেকী লেখা হয়। অতএব আল্লাহর প্রতি অবিচল ঈমান ও দৃঢ় আস্থা রেখে যে ব্যক্তি একবার বিস্‌মিল্লাহ্‌ির রাহমানির রাহীম উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি ১৯০ টি নেকী অর্জন করে। এভাবে কেউ যদি এ বাক্যটি ৫০ বার উচ্চারণ করে, তাহলে ৭/৮ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আর মাত্র ৭/৮ মিনিটে সে ব্যক্তি ৯,৫০০ টি নেকী অর্জন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই তাঁর বান্দাদেরকে অঢেল নেকী উর্পাজনের সুযোগ করে দিয়েছেন। কারণ মানুষের পরকালীন জীবনে এমন এক মহাসংকটময় দিন অবশ্যই আসবে, যে দিন একটি নেকীর জন্যে অগ্রসর হবে। সে দিন নিতান্তই ভিখারীর মতো মাত্র একটি নেকীর প্রত্যাশায় করুণ কণ্ঠে একান্ত প্রিয়জনদের কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটাই হবে সেদিন অটল-অকাট্য বাস্তব সত্য যে, পরম আপনজনও মহাবিপদের ঘন-ঘটা দেখে সেদিন তার প্রিয়জনকে চেনার প্রয়োজনটা অনুভব করবে না। কেউ একটি নেকী দিয়েও কাউকে সাহায্য সহযোগিতা করবে না। এসব নেকী সেদিন মহাকল্যাণে আসবে। সুতরাং আসুন, প্রতিটি মুহূর্তে এই পবিত্র বাক্যটি উচ্চারণ করে, অফুরন্ত নেকী অর্জনের আমলটি জারি রাখি। বিজ্ঞ আলেম-ওলামাগণ বিস্‌মিল্লাহ্‌ির রাহমানির রাহীম সম্পর্কে বলেছেন, এটি ইস্‌মে আলম। কারণ এর মধ্যে রয়েছে সেই মহা পবিত্র সত্তাবাচক নাম আল্লাহ, যে নাম মুমিনদের কাছে পরম প্রিয় এবং মহাসংকটে এ নামই এনে দেয় পরম প্রশান্তি। এই মহামহিম নামটিই দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত, কল্যাণ ও মুক্তির একমাত্র চাবি।

www.pathagar.com

গোনাহ্‌কে নেকীতে পরিণত করার আমল

গোনাহ্‌ও কল্যাণকর হতে পারে যদি নেক কাজ করা হয়। মুমিনের প্রতিটি কাজই কল্যাণকর। ত্রুটি করাও কল্যাণকর হতে পারে যদি মানুষ এরপর তাওবা করে বিনীত হয় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اَنَّ اَحْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ـ

অর্থ ঃ মুমিনের বিষয় আশ্চর্যজনক। তার প্রত্যেকটি জিনিসই কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ছাড়া আর কারো জন্য নয়। সে সুখ ও আনন্দ পেলে শুকরিয়া আদায় করে, সেটা তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ ও কষ্ট পেলে ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম)

গোনাহ্‌ ও ত্রুটি তখন কল্যাণকর হবে, যখন তা মানুষকে অধিক সওয়াবের কাজ এবং তাওবা-এস্তেগফারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্য কোন গোনাহ্‌ সংঘটিত হয়ে গেলে তাওবার সাথে সাথে আরো কিছু নেক কাজ করা কর্তব্য। তা সেই গোনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ـ

অবশ্যই (মানুষের) ভালো কাজসমূহ (তাদের) মন্দ কাজসমূহ মিটিয়ে দেয়। (সূরা হুদ, ১১৪)

তাই পাপ কাজ করলে নফল নামায, রোযা, দান-সদাকা, মা-বাপের সেবা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি অধিক স্নেহ-মমতা, দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ বাড়ানো, উপদেশ দান ও সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সওয়াবের কাজ করলে ১০ থেকে ৭ শ'গুণ এবং গোনাহ্‌র কাজ করলে মাত্র ১ টা গোনাহ্‌র পরিবর্তে ১ টা গোনাহ্‌ লেখা হয়। তাই নেক কাজ গোনাহকে দূর করে দিতে সক্ষম। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

إِذَا هَمَّ عَبْدِيْ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَّاحِدَةً ـ

অর্থ : আমার বান্দা যখন নেক কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমল করেনি, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখি। আর যদি আমল করে তাহলে ১০ থেকে ৭ শ গুণ সওয়াব লিখি। যদি গোনাহ্‌র কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু এখনও তা করেনি, আমি তা লিখি না। কিন্তু যদি কাজটি করে ফেলে, তাহলে আমি কেবল ১ টি গোনাহ্ লিখি। (মুসলিম)

শুধু তাই নয়, সঠিক তাওবাসহ সত্যিকার ঈমান এবং নেক কাজ করলে আল্লাহ্ সে গোনাহ্‌কে সওয়াবে পরিণত করেছেন। আল্লাহর তা'আলা দয়ার সাগর যার কোন তুলনা করা যায় না। তাইতো অপরাধ করার পরেও বান্দা যখন অনুতাপ আর অনুশোচনার দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বার-বার পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে কৃত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে তাওবা তথা ক্ষমা-প্রার্থনা করতে থাকে, পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের পাপ আর কখনো করবো না বলে অঙ্গীকার করে, তখন আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তিনি বান্দার চোখের পানি সহ্য করতে পারেন না, সাথে সাথে বান্দার অতীতে করা মন্দ কাজকে সৎকাজে পরিণত করে দেন। তাওবার কত বিরাট সৌভাগ্য! আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ ঃ কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ্ তাদের গোনাহ্‌কে নেক দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা ফোরকান, ৭০)

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে কাসীর (র) বলেন ঃ

إِنَّ تِلْكَ السَّيِّاٰتِ الْمَاضِيَةَ تَنْقَلِبُ بِنَفْسِ التَّوْبَةِ النَّصُوْحِ حَسَنَاتٍ ـ

www.pathagar.com

অর্থাৎ অতীতে যেসব গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে যদি প্রকৃতই তাওবা করা হয় তাহলে তাওবার কারণে গোনাহ্সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৩৮)

তিনি আরো বলেন ঃ

لَيَأْتِيَنَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ بِأُنَاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَاَوْا اَنَّهُمْ قَدِ اسْتَكْثَرُوْا مِنَ السَّيِّاٰتِ وَقِيْلَ مَنْ هُمْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ ـ

অর্থ ঃ প্রকৃত অর্থেই তাওবাকারী লোকদের গোনাহ্সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হতে দেখে কিয়ামতের ময়দানে এক শ্রেণীর লোকজন ঈর্ষা পোষণ করে বলবে, আফসোস আমরাও যদি দুনিয়ার জীবনে ঐ লোকগুলোর অনুরূপ অধিক পরিমাণে গোনাহ্ করে তাওবা করতাম তাহলে আজ আমাদের গোনাহ্সমূহকে নেকীতে পরিণত করা হতো। আর যাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে এমন কথা লোকজন বলতে থাকবে, তাদের পরিচয় সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলে, তিনি বলেন, এরা হলো ঐ সব লোক যাদের গোনাহ্কে নেকীতে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী (র) তাফসীরে উসমানীতে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা একান্ত অনুগ্রহ করে তাওবাকারীর গোনাহসমূহের অনুপাতে নেকী প্রদান করবেন। আর গোনাহ ক্ষমা পাবার ব্যাপারে সাধারণত দুটো বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। একটি হলো ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা, আরেকটি হলো তাওবা অর্থাৎ মাফ চাওয়া, পুনরায় সেই গোনাহ্ না করার ওয়াদা করা। তাওবার মধ্যে তিনটি জিনিসের সমন্বয় ঘটে থাকে।

প্রথমটি হলো, অনুতাপ, অনুশোচনা, লজ্জা ও দুঃখবোধ। দ্বিতীয়টি হলো, গোনাহ্ পরিত্যাগ করা, পাপাচার থেকে বিরত থাকা এবং পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়া এবং তৃতীয়টি হলো, পাপাচারে লিপ্ত হবো না বা পুনরায় ইচ্ছাকৃতভাবে আর গোনাহ্ করবো না বলে দৃঢ় অঙ্গীকার করা এবং ওয়াদার উপর টিকে থাকার জন্য আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

www.pathagar.com

অগণিত নেকী বৃদ্ধি ও অসংখ্য গোনাহ্ মাফের আমল

'সুবহানাল্লাহ' এই তাস্‌বীহ এতই সহজ সাধ্য যে, এর ওপর আমল করতে খুবই সামান্য সময় ব্যয় হয়। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রায়স্থানেই যে সকল নেকীকে অবশিষ্ট (অর্থাৎ যে নেক কাজের বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দিবেন) বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ্ এর মধ্যে অন্যতম। এ বাক্যটি এমন এক তাসবীহ্, যা সমগ্র সৃষ্টিসমূহের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে ঘোষণা করছে। এই তাসবীহ্ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِّنْ جُلَسَائِهِ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ ـ أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيْئَةٍ ـ

প্রত্যেক দিন এক হাজার নেকী উপার্জনের কথাটি কি তোমাদের মধ্যে কারো জানা রয়েছে? উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন জানতে চাইলো, আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, প্রত্যেক দিন এক হাজার নেকী উপার্জনে সক্ষম?

জবাবে নবী কারীম (সা) বললেন, যদি তোমরা একশত বার তাস্‌বীহ্ আদায় করো, তাহলে এক হাজার নেকী আমলনামায় লিখে দেয়া হবে এবং এক হাজার গোনাহ্ মুছে দেয়া হবে। (মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮৯)

অতএব এভাবে যদি এক হাজার কিংবা দুই হাজার বার সুবহানাল্লাহ্ তাস্‌বীহ্ আদায় করলে কি বিপুল পরিমাণ সওয়াব আমলনামায় লিখা হবে এবং গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে একটু চিন্তা করে দেখুন।

কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভের আমল

মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রত্যেকটি অক্ষরই সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ। সমগ্র কুরআন প্রত্যেক দিন সকলের জন্যে তিলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। এ জন্যে নবী করীম (সা) স্বয়ং পবিত্র কুরআনের কোনো কোনো আয়াত এবং সূরার নাম উল্লেখ করে তার উপর আমল করে ফযীলত অর্জন করার জন্যে মুসলমানদের

www.pathagar.com

প্রতি আহবান জানিয়েছেন। যেমন সূরা আলিফ লাম মীম সিজ্‌দা এবং সূরা মুল্‌ক এ দুটো সূরা খুবই ছোট ছোট আয়াত সম্পন্ন, যা তিলাওয়াত করতে খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। আর মুখস্থ করে নিতে পারলে তো খুবই ভালো। এ দুটো সূরা প্রত্যেক দিন ঘুমানোর পূর্বে নবী করীম (সা) স্বয়ং তিলাওয়াত করেছেন এবং অন্যদেরকেও বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَنَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ أَلَمّ اَلسَّجْدَةَ وَتَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ

নবী করীম (সা) সূরা আলিফ লাম মীম সিজ্‌দা ও সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত ঘুমাতেন না। (জামেউস সগীর, হাদীস নং ৪৮৭৩, তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৯২) উল্লেখ করা হয়েছে সূরা মুলক সেই মর্যাদাপূর্ণ সূরা যা সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেছেন :

لَوَدِدْتُ أَنَّهَا فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِّنْ أُمَّتِىْ ـ

এটা আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের হৃদয়ে সংরক্ষণ থাকুক অর্থাৎ তিলাওয়াতের জন্যে মুখস্থ করুক। (ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ১১৬৩, মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৫)

নবী করীম (সা) ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন, সূরা মুলক যেনো তাঁর সকল উম্মত তিলাওয়াত করেন এবং মুখস্থ করে নেন।

সুতরাং আল্লাহর রাসূল (সা)-এর নির্দেশ পালন করার বিনিময় যে কত বিশাল তা কল্পনাও করা যায় না। এ সূরাটি তিলাওয়াত ও মুখস্থ করলে একদিকে যেমন নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ পালন করা হয়, তেমনিভাবে কিয়ামতের কঠিন দিনে জান্নাতে প্রবেশ করার সুপারিশও নসিব হবে। একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :

سُوْرَةٌ فِى الْقُرْاٰنِ خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتّٰى اَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ ـ

এ সূরাটি কিয়ামতের দিন নিজ তিলাওয়াতকারীকে জান্নাতে না পৌছানো পর্যন্ত মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতেই থাকবে। (জামেউস সগীর, হাদীস নং ৩৬৪৪) এখানেই শেষ নয়।

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

سُوْرَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

সূরা তাবারাকাল্লাযি অর্থাৎ সূরা মুলক কবরের আযাব প্রতিরোধ করে। সে ব্যক্তিকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হবে যে নিয়মিত সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে। (জামেউস সগীর, লিলআলবানী, হাদীস নং ১৪০)

তিরমিযী শরীফের আরেক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :

هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

এ সূরা (সূরা মুলক) কবরের আযাব প্রতিরোধ করে এবং নাজাত দেয়ার ব্যবস্থা করে অর্থাৎ কবরের আযাব থেকে নাজাত দেয়। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৯০)

দুনিয়ার শেষ মঞ্জিল ও আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল হলো কবর। আখিরাতের এই প্রথম মঞ্জিলে যদি কেউ গ্রেফতার হওয়া থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে আশা করা যায় সে ব্যক্তি অন্যান্য সকল মঞ্জিল থেকেই মুক্ত থাকবে ইনশা-আল্লাহ। অতএব আমাদের সকলের উচিত প্রত্যহ সূরা মুলক তিলাওয়াত করা এবং সেই সাথে এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও সঠিকভাবে অনুধাবন করা। তাহলে এ সূরাটির উপর আমল করা সহজ হবে আর এ সূরাটি মুখস্থ করার জন্যে আজ থেকেই প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

কবরের অন্ধকার দূর করার আমল

দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় দুই রাকাআত নফল নামায আল্লাহর নিকট অধিক মূল্যবান। দুই রাকাআত নামাযের সওয়াব ধারণারও অতীত এবং খুবই উচ্চ র্যাদাসম্পন্ন আমল। দিন বা রাতের যে কোনো সময়ে মাত্র পাঁচটি মিনিট সময় ব্যয় করে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করা যায়। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে :

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هٰذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوْا فُلَانٌ فَقَالَ رَكْعَتَانِ أَحَبُّ اِلٰى هٰذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ ـ

নবী করীম (সা) একদিন সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কবর স্থানে একটি কবরের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, এই কবরটি কোন্ ব্যক্তির? সাহাবায়ে

www.pathagar.com

কেরাম জানালেন, কবরটি অমুক ব্যক্তির। এ সময় নবী করীম (সা) বললেন, তোমাদের জন্যে সারা দুনিয়ার সকল কিছুর তুলনায় এই কবরের জন্যে দুই রাকাআত নফল নামায সর্বাধিক কল্যাণকর এবং প্রিয়। (তারগীব, হাদীস নং ৫৫৬)

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু দারদা (রা) বলেছেন :

صَلُّوْا رَكْعَتَيْنِ فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُوْرِ ـ وَصُوْمُوْا يَوْمًا شَدِيْدًا حَرُّهُ لِطُوْلِ يَوْمِ النُّشُوْرِ ـ

'রাতে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করে নিজের কবরের অন্ধকার দূর করো, আর প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে নফল রোযা রেখে কিয়ামতের দিনের অকল্পনীয় গরম থেকে নিজেদের হেফাযত করো।' অতএব প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী দিনে বা রাতের যে কোনো সময় এই দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। কারণ এই নেকীর কাজটির মাধ্যমে যেমন নির্জন কবরের অন্ধকার দূর হবে তেমনি কিয়ামতের ঐ মুসিবতের দিন বিরাট কল্যাণ বয়ে আনবে, যে সময় একটি দিন বর্তমানের পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। এই মহামূল্যবান সময় সম্পর্কে আর যেন আমরা উদাসীন না থাকি।

যে আয়াতের বরকতে দু'আ কবুল হয়

হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহ তা'আলার একজন সম্মানিত নবী ছিলেন। তিনি যখন মাছের পেটে অন্ধকারে জীবনের চরম সংকটে নিপতিত হলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অহীর মারফতে তাঁকে নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন এবং এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাবার লক্ষ্যে ছোট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দু'আ শিক্ষা দিলেন। হযরত ইউনুস (আ) তিন ধরনের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন একদিকে রাতের অন্ধকার, তারপর পানির নীচের অন্ধকার এবং মাছের পেটের মধ্যে আরেক অন্ধকার। উক্ত ছোট দু'আটির বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। শুধু তাই নয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে দু'আর বরকতে তাঁর নবীকে উদ্ধার করলেন, সেই আয়াতটি পৃথিবীর সকল মানুষের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত দু'আ হিসেবে পবিত্র কুরআনের একটি অংশ বানিয়ে নবী কারীম (সা)-এর কাছে অবতীর্ণ করলেন। এই আয়াতকে আত্মশুদ্ধি ও গোনাহ্ মাফের আয়াতও বলা হয়। উক্ত আয়াত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা

www.pathagar.com

বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ) যদি এ দু'আটি না করতেন তাহলে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত সেই মাছের পেটেই থাকতে হতো। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ـ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ـ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ـ

অতপর একটি (বড় আকারের) মাছ এসে তাকে গিলে ফেললো, এ অবস্থায় সে মাছের পেটে বসে নিজে ধিক্কার দিতে লাগলো, যদি সে (তখন) আল্লাহর পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা না করতো, তাহলে তাকে মাছের পেটে কিয়ামত পর্যন্ত অতিবাহিত করতে হতো। (সাফফাত : ১৪২ : ১৪৪)

এ দু'আটি সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে একটি উত্তম জিনিসের (অর্থাৎ দু'আর) কথা বলবো না, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে নানা ধরনের বিপদ মুসিবতের কোনো একটির মধ্যে নিমজ্জিত হও, তখন বিপদগ্রস্ত অবস্থায় এই দু'আ পড়তে থাকো, তাহলে বিপদ-আপদ দূরীভূত হয়ে যাবে? সাহাবায়ে কেরাম আবেদন করলেন, কেন বলবেন না, অবশ্যই বলবেন। নবী করীম (সা) বললেন, সেটা হলো যুন্নূনের (অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ)-এর) দু'আ ঃ

لاَ إِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাযযা-লিমীন।

হে আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র ও মহান, অবশ্যই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি। (আল-আম্বিয়া : ৮৭)

হযরত ইউনুস (আ)-কে পবিত্র কুরআনে যুন্নূন নামে পরিচিত করা হয়েছে। তাঁর প্রকৃত নাম হলো ইউনুস ইবনে মাত্তা। মাছকে নূন বলা হয়। এ কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নামের পূর্বে উক্ত উপাধি যোগ করেছেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউনুস (আ) কর্তৃক পঠিত দু'আ পাঠ করে কোনো মুসলমান নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলে, আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করবেন।

عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْوَةُ ذِى

www.pathagar.com

النُّوْنِ ـ إِذَا دَعَا وَهُوَ فِىْ بَطْنِ الْحُوْتِ ـ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ـ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُّسْلِمٌ فِىْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللّٰهُ ـ

হযরত সাদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) বলেছেন, যুন্নূন (ইউনুস) এর দু'আ যা তিনি মাছের পেটের মধ্যে পড়েছিলেন, 'হে আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র, তুমি মহান, অবশ্যই আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।' যে কোনো মুসলমান এই দু'আর মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে যা কিছু (বৈধ) প্রার্থনা করবে, তা কবুল করা হবে। (তিরমিযী হাদীস নং ৩৫০৫, আহ্মাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭০)

রোগীর সেবাকারীর জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশ্তার দু'আ

সৃষ্টিগতভাবেই ফিরিশ্তাগণ নিষ্পাপ এবং পাক-পবিত্র। তাঁরা সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও মহিমা প্রকাশে মগ্ন রয়েছে। তাঁরা আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে অবস্থান করেন। মানুষকে যেমন মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি ফিরিশ্তাদেরকেও নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই মাটির সার নির্যাস থেকে সৃষ্ট দুর্বল মানুষের মধ্য থেকে যারা ইসলাম কবুল করে প্রকৃত মুমিন বান্দার অবস্থানে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্মান-ও মর্যাদায় তাঁর এত কাছে স্থান করেছেন যে, যা দেখে স্বয়ং নূর থেকে সৃষ্ট ফিরিশ্তাগণও ঈর্ষান্বিত হন। আর কতিপয় আমল ও নেকী এমন রয়েছে যারা উক্ত আমল ও নেকীর কাজ করেন তাদের উচ্চ মর্যাদা, সম্মান, ক্ষমা ও মাগফিরাতের জন্যে স্বয়ং ফিরিশ্তাগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকেন। এ সব নেক কাজের মধ্যে একটি হলো রোগীর সেবা-যত্ন করা।

নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غَدَوَةً إِلاَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ ـ حَتّٰى يُمْسِىَ ـ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِى الْجَنَّةِ ـ

www.pathagar.com

কোনো মুসলমান যদি অন্য মুসলমানের সেবা যত্ন করে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ সেবা প্রদানকারী মুসলমানের জন্য ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা দু'আ করতে থাকে। অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় কোনো মুসলমানের সেবা যত্ন করলে সকাল পর্যন্ত সেবাকারী মুসলমানের জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তা দু'আ করতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি রোগগ্রস্ত লোকের কাছে বসে থাকে ততক্ষণ যেনো সে জান্নাতের বাগানে বসে থাকে। (তিরমিযী, হাদীস নং ৯৬৯, আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৯৯, ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং ১৪৪২, মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৭)

একবার দরূদ পাঠের বিনিময়ে ৭০ বার ক্ষমা প্রাপ্তি

নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্বাধিক দরূদ পড়া ও সালাম প্রেরণ করা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আমল এবং অধিক নেকীর কাজ। কোন কোন হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি ১ বার নবী কারীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়বে তার ১০ টি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, ১০ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে এবং তার আমলনামায় ১০ টি নেকী লেখা হবে। এখানে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস উল্লেখ করছি, যে হাদীসে বলা হয়েছে ১ বার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ ও ফিরিশ্‌তাগণের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠকারীর জন্য ৭০ বার রহমত ও বরকত নাযিল করা হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْهِ سَبْعِيْنَ صَلَاةً ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি ১ বার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা ও ফিরিশ্‌তাগণ ঐ ব্যক্তির জন্যে ৭০ বার রহমত ও ক্ষমা নাযিল করেন। (আহ্‌মাদ, হাদীস নং ৬৭৫৪, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬০)

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঐ সৌভাগ্যবান মুসলমানের ৭০ টি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। আর ফিরিশ্‌তাগণের সলাত প্রেরণের অর্থ হলো, দরূদ পাঠকারীর জন্যে তাঁরা ৭০ বার রহমতের আবেদন, ৭০ টি মর্যাদা বৃদ্ধির ও ৭০ বার ক্ষমার আবেদন করেন।

সুতরাং এই দরূদ পড়া অতি সহজে নেকী অর্জনের একটি উপায়। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বিপুল সওয়াব দান করেন এবং সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে থাকেন। অতএব এ মহান সুযোগ থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

আল্লাহুম্মা সল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন।

গোনাহ্ মাফের শ্রেষ্ঠ দু'আ

মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা অনেক বড় নেকীর কাজ এবং এর ফযীলত ও মর্যাদা অফুরন্ত। নবী করীম (সা)-এর জীবনে কোনো গোনাহ্ ছিলো না, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ মাসুম। তবুও তিনি প্রত্যেক দিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন, আমি প্রতি দিন ৭০ বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করি। কারণ বান্দা যখন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ অত্যন্ত খুশী হন এবং সেই বান্দার দিকে রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

ভুল হলে ভুলের স্বীকৃতি দেয়া বা ক্ষমা চাওয়া নবী-রাসূলদের নীতি। প্রথম নবী ও রাসূল হযরত আদম (আ) যখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে তিনি ভুল করেছেন তখন একটি মুহূর্তও আর দেরী করেননি, সাথে সাথে নিজের ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সিজদাবনত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। আর ভুলের স্বীকৃতি না দেয়া, স্বীকৃতি দিতে লজ্জানুভব করা, নিজে ছোট হয়ে যাবো বলে ধারণা করা, ভুল করে সেই ভুলের ওপর অটল থাকা হলো ইবলিস শয়তানের নীতি, অভিশপ্ত এই শয়তানই সব থেকে বড় ভুল করেছিলো। অথচ সে ভুলের স্বীকৃতি না দিয়ে দাম্ভিকতা প্রকাশ করলো, যার ফলে চির অভিশপ্ত হয়ে গেলো এবং জাহান্নামেই হবে তার শেষ আশ্রয়স্থল। সুতরাং ভুল হলে অবশ্যই ভুলের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সাথে সাথে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার করা শুধুমাত্র গোনাহ্ মাফের কাফফারাই নয়, বরং দুনিয়ার জীবনে বিপদ আপদ, মুসিবত, হয়রানী-পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকারও কারণ।

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে যত বেশী ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার করে, সেই ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে ততবেশী প্রশান্তির সাথে দিন অতিবাহিত করে। মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার যত দু'আ নবী কারীম (সা) শিখিয়েছেন, তার

www.pathagar.com

মধ্যে একটি দু'আকে সাইয়েদুল ইস্তেগফার বা সব থেকে বড় ক্ষমা প্রার্থনা বলা হয়েছে।

নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আটি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিনে পড়বে, সন্ধ্যার পূর্বে যদি সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে সন্ধ্যা বা রাতে পড়বে, সকাল হবার পূর্বে যদি সেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সে দু'আটি হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَ إِلٰـهَ اِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ ـ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ ـ وَوَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ ـ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ـ أَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ـ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ أَنْتَ ـ

(আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্বতানী ওয়া আনা আবদুকা, ওয়া আনা আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়াদিকা মাস্‌তাত্বাতু আউযুবিকা মিন শাররি মা সানাতু আবুউলাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুউ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।)

হে আল্লাহ। তুমিই আমার রব, তুমি ব্যতীত দাসত্ব লাভের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমার বান্দাহ্। যতক্ষণ আমার সামর্থ্য রয়েছে, ততক্ষণ আমি তোমার আনুগত্য ও অঙ্গীকারের ওপর অবিচল রয়েছি। আমি আমার অশুভ পরিণতি থেকে তোমার কাছে পানাহ্ চাচ্ছি। আমি তোমার সকল নিয়ামতের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং প্রশংসা করছি, যা তুমি আমাকে দান করেছো। আমি আমার সকল গোনাহের জন্যে লজ্জিত, তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ব্যতীত কেউ-ই গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারে না। (বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৬, ৬৩২৩)

তাওবাকারীর জন্য ফেরেশ্‌তাদের দু'আ

তাওবা শব্দের অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহ্‌গার বান্দা তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে আল্লাহর দিকে পুনরায় ফিরে আসে। বান্দা যত গোনাহ্‌ই করুক না কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করেন। বান্দার গোনাহ্ যত বড়

www.pathagar.com

তাঁর রহমত এর চাইতেও বড়। তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহ পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ : (হে নবী) তুমি (তাদের) বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছো, তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না ঃ অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা (মানুষের) সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা আয যুমার ৫৩)

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া নিষিদ্ধ বা কুফরী। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهٗ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهٗ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ـ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা দিনে গোনাহ্কারীদের গোনাহ্ ক্ষমা করার জন্য রাতে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন এবং রাতে গোনাহ্কারীদের গোনাহ্ মাফ করার জন্যে দিনে নিজ ক্ষমার হাত সম্প্রসারিত করেন। কিয়ামতের আগে পশ্চিমে সূর্যোদয় পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত : মহান আল্লাহ বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা দিনে রাতে গোনাহ্ করে থাকো, আর আমি সকল গোনাহ্ মাফ করি। তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের গোনাহ্ মাফ করে দেব। (মুসলিম) গোনাহ্ মাফের জন্যে এই চাইতে বড় প্রতিশ্রুতি আর কি হতে পারে?

আল্লাহ আরও বলেন :

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন, তাদের গোনাহ্ মাফ করেন এবং তোমরা যা করো সব কিছু তিনি জানেন। (সূরা শূরা ২৫)

www.pathagar.com

তিনি বান্দার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু শর্ত হলো এখলাসের সাথে তাওবা করতে হবে এবং এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে আর সেই গোনাহ্‌র পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ অশ্লীল কাজ করে ফেললো কিংবা নিজেদের আত্মার উপর যুল্‌ম করে ফেললো, নিজেদের গোনাহ্‌র জন্য আল্লাহকে স্মরণ করলো; আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে যিনি গোনাহ্ মাফ করেন এবং তারা জেনে শুনে কৃত গোনাহ্‌র পুনরাবৃত্তি করে না। তাদের পুরস্কার হলো; আল্লাহর ক্ষমা এবং এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আমলকারীদের পুরস্কার কতই না উত্তম। (ইমরান ১৩৫, ১৩৬)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

অর্থ : আল্লাহর কসম, আমি দিনে আল্লাহর কাছে ৭০ বারের অধিক তাওবা -এস্তেগফার করি। (বুখারী) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, মৃত্যুর আগে নবী কারীম (সা) নিম্নের বাক্যটি অধিকহারে উচ্চারণ করতেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ لِلّٰهِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

অর্থ : আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোনাহ্ মাফ চাচ্ছি ও তাওবা করছি। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং নিষ্পাপ নবী দিনে ৭০ বারের বেশী তাওবা করলে পাপী উম্মাহর সদস্যদের আরো বেশী তাওবা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

مَنْ اَحَبَّ اَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَلْيُكْثِرْ فِيْهَا مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি নিজ আমলনামা দেখে খুশী হতে চায় সে যেন বেশী করে গোনাহ্ মাফ চায়। (বায়হাকী শুআ'বুল ঈমান, আলবানী একে বিশুদ্ধ হাদীস বলেছেন)

নবী করীম (সা) আরো বলেন ঃ

طُوْبٰى لِمَنْ وُجِدَ فِىْ صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارٌ كَثِيْرٌ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : যার আমলনামায় অধিক পরিমাণে এস্তেগফার থাকবে তার জন্য সুখবর। (ইবনে মাজাহ্, নাসেরুদ্দিন আলবানী হাদীসের সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন)। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

অর্থ : যে ব্যক্তি বলে যে, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহ্ মাফ চাই, তিনি ছাড়া আর কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও ধারক এবং আমি তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো। তাহলে, তার গোনাহ্সমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসুক না কেন। (আবু দাউদ) জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসা কবীরা গোনাহ। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তার উপর ভীষণ খুশী হন। (মুসলিম) রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَاَبْرَحُ اَغْوِىْ عِبَادَكَ مَادَامَتْ اَرْوَاحُهُمْ فِىْ اَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِىْ وَجَلاَلِىْ لاَاَزَالُ اَغْفِرُلَهُمْ مَا اَسْتَغْفَرُوْنِىْ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই শয়তান বলেছে, হে আমার রব, আপনার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি আপনার বান্দাদেরকে তাদের শরীরে প্রাণ থাকা পর্যন্ত গোমরাহ করতে থাকবো। তখন রব বলেন ঃ আমার ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্বের শপথ করে বলেছি, তারা যে পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবে, আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকবো। (আহমাদ)

সুপ্রিয় পাঠকগণ! ক্ষমার জন্য এর চাইতে বড় আহবান আর কি হতে পারে? তাওবা এস্তেগফারকারীদের জন্য স্বয়ং আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশ্তা ও এর চারপাশের ফেরেশতারা এই বলে দু'আ করে যে,

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ

www.pathagar.com

صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

অর্থ : যারা তাওবা করে এবং তোমার (দ্বীনের) পথ অনুসরণ করে, তুমি তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! হে আমাদের রব, তুমি তাদের সেই স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করাও যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদের দিয়েছো, তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে (তাদেরও জান্নাতে প্রবেশ করাও) নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমিন ৭, ৮)

তওবা এস্তেগফারের মর্যাদা আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাসহ অন্যান্য ফেরেশতাদের কাছেও অনেক বেশী। ফেরেশতারা নিষ্পাপ, তাদের দু'আ কবুল হয়। তাওবা করলে ফেরেশতারা তাওবাকারীর পরিবার ও সন্তানদেরকে বেহেশতে প্রবেশের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন এটা মুসলমানদের জন্য কত বড় সৌভাগ্য।

গর্ব-অহংকার

নিজেকে অন্য সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর সকলকে অধম ও ছোট মনে করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করা, আল্লাহর আদেশ নিষেধ উপেক্ষা করে তাঁর অবাধ্য হওয়া এসবই অহংকার, যা গুরুতর কবীরা গোনাহ্।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না। (সূরা নাহল ২৩) আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ـ

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান ১৮)

রাসূল (সা) বলেছেন, আল্লাহ পাক বলেন ঃ শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক এবং অহংকার আমার চাদর। যে এ দু'টি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। (মুসলিম) নবী কারীম (সা) আরো বলেন ঃ অত্যাচারী ও দাম্ভিক অহংকারী স্বৈরাচারীদেরকে হাশরের দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ার আকৃতিতে একত্র করা হবে। লোকেরা তাদেরকে পা দিয়ে মাড়াবে এবং চারদিক

www.pathagar.com

থেকে প্রতি শুধু লাঞ্ছনা ও অপমান বর্ষিত হতে থাকবে। (নাসায়ী ও তিরমিযী) নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ـ

অর্থাৎ যার অন্তরে অণুপরিমাণ অহংকারও আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না, (মুসলিম) হে আল্লাহ! অহংকারের মতো মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের রক্ষা করুন। অহংকারবশতঃ যে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে, আল্লাহর উপর তার বিশ্বাস থাকলেও তাতে কোন ফায়দা হবে না। যেমন অহংকারের কারণে ইবলীসের ঈমান ব্যর্থ হয়েছিলো। সুতরাং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে, অন্তর থেকে চিরদিনের জন্যে অহংকার মুছে দিতে হবে।

মানুষ গোনাহ্ না করলে আল্লাহ অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন

গোনাহ্ বা ত্রুটি বিচ্যুতি কাম্য নয়। তারপরও গোনাহ্ সংঘটিত হয়ে যায়। মুমিনের ঈমান ও তাকওয়া যত বেশী হোক না কেন, গোনাহ্ থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না। কেবলমাত্র নবী রাসূলগণ ব্যতিক্রম। গোনাহ্ করাও ভাগ্যের লিখন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ خَطَّهُ مِنَ الزِّنَا، اَدْرَكَ ذٰلِكَ لَامُحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ ـ

অর্থ : আল্লাহ আদম সন্তানের ভাগ্যে যেনার অংশ লিখে রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িয়ে পড়বে। চোখের যেনা হলো দেখা এবং এবং জিহবার যেনা হলো বলা, প্রবৃত্তি কামনা-বাসনা করে এবং যৌনাঙ্গ তাকে হয় সম্পূর্ণ সত্যায়িত করে আর না হয় মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী-মুসলিম)

ভাগ্য পরিবর্তন করা যায় না। গোনাহ্ করার পর গর্ব-অহংকার না করে আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে গোনাহ্ মাফ চাওয়া ও তাওবা করা দরকার। তাওবা করলে আল্লাহ গোনাহ্ মাফ করেন। বান্দা গোনাহ্ করবে, আল্লাহ তা জানেন। এ প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُوْنَ فَيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُلَهُمْ ـ

অর্থ : আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা গোনাহ্ না করলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে অন্য একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেবেন, যারা গোনাহ্ করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে তিনি তাদেরকে মাফ করবেন। আনাস (রা) থেকে ভাল সনদ সহকারে আরেক হাদীসে নবী কারীম (সা) বলেন ঃ

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَّا هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ اَلْعُجْبُ اَلْعُجْبُ.

অর্থ : তোমরা গোনাহ্ না করলে তোমাদের ব্যাপারে আমার আরো বড় আশংকা হয় যে তোমরা আত্মম্ভরিতার বিরাট গোনাহ্তে নিমজ্জিত হবে। (বায়হাকী, বায্যার) বান্দা গোনাহ্ না করলে আল্লাহর 'ক্ষমাকারী' নাম অর্থহীন হয়ে যায়। মোট কথা, গোনাহ্র মধ্যে টিকে থাকা যাবে না। ভুল হবে, ভুল হলে ক্ষমা চাইতে হবে।

জিহ্বাই মুক্তি ও শাস্তির কারণ

ইসলামে মুখের কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। জিহ্বা হচ্ছে কথা বলার বাহন বা হাতিয়ার। তাই জিহ্বাকে সংযত করা প্রয়োজন। কারণ জিহ্বার মাধ্যমে যে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করি তা লেখার জন্যে কিরামান-কাতিবীন প্রস্তুত রয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ـ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থ : তোমাদের ওপর অবশ্যই পাহারাদাররা নিযুক্ত আছে, এরা (হচ্ছে) সম্মানিত লেখক, যারা জানে তোমরা যা কিছু করছো। (সূরা ইনফিতার : ১০-১২)

আল্লাহ আরো বলেন : وَاِنَّا لَهٗ كَاتِبُوْنَ ـ

অর্থ– অবশ্যই আমি তার জন্যে (তার প্রতিটি কাজকে) লিখে রাখি। (আম্বিয়া : ৯৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন : وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ـ

www.pathagar.com

অর্থ : যা কিছু তারা নিজেদের (কর্মকাণ্ডের) চিহ্ন (হিসেবে এ পৃথিবীতে) ফেলে আসে, সেগুলো সবই আমি (যথাযথভাবে) লিখে রাখি। (সূরা ইয়াসিন : ১২)

আল্লাহ আরো বলেন : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ

অর্থ : (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না, যা সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদাসতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না!

অর্থাৎ মানুষের কোন কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে অপেক্ষমাণ পর্যবেক্ষক প্রস্তুত থাকে, আর উচ্চারিত সকল শব্দের তদারকী করা হয়, তাই কথা বলার সময় বিবেচনা করতে হবে ও ভাল কথা ছাড়া খারাপ কথা বলা যাবে না। (সূরা ক্বফ : ১৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থ : তোমরা যখন যা করতে তা (এখানে সেভাবেই) লিখে রেখেছি। (সূরা জাছিয়া : ২৯)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا يَزِلُّ بِهَا اِلَى النَّارِ اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ـ

অর্থ : বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করে কিন্তু এতে সাবধানতা অবলম্বন করে না, ফলে সে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তীর দূরত্বের সমান পথ জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৮)

অর্থাৎ মানুষের একটি মাত্র অশোভনীয় কথার কারণেই জাহান্নামের দিকে ঐ পরিমাণ পথ এগিয়ে যায়, যে পরিমাণ দূরত্ব রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। সুতরাং চিন্তা করা প্রয়োজন, আমরা দিনে রাতে কত অসংখ্য, অশোভনীয় কথা বলে জাহান্নামের কত কাছে পৌঁছে যাচ্ছি।

নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ تَعَالٰى مَا يُلْقِىْ بَالاً

www.pathagar.com

يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَايُلْقِىْ لَهَا بَالاً يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ ـ

অর্থ : বান্দা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক একটি শব্দ যদি উচ্চারণ করে, যা তার জন্য নেকীর কারণ হয়, কিন্তু সে ধারণাও করতে পারে না যে উচ্চারিত এই শব্দের কারণে সে বিপুল পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হচ্ছে। যার ফলে মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা পাপাচার গোনাহে আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করার মতো শব্দ যদি উচ্চারণ করে কিন্তু এ ব্যাপারে সে অনুভব করতে পারে না যে, সে কত জঘন্য বাক্য উচ্চারণ করেছে। অথচ তার উচ্চারিত ঐ বাক্যের জন্যে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। (বুখারী, হাদীস নং ৬৪৭৮)

আমরা দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা মনে যা কিছু আসছে তাই মুখে উচ্চারণ করে যাচ্ছি, অথচ এর পরিণতি খুবই খারাপ। একদা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এর মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে একটি কথা উচ্চারিত হলো, উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা) সম্পর্কে অসতর্কভাবে বলেছেন, তাঁর দেহের আকৃতি ছোট (বেঁটে) নবী কারীম (সা) একথা শুনতে পেয়ে বললেন :

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ ـ

অর্থ : হে আয়েশা! তুমি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করেছো, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত করা হয়, তাহলে সমুদ্রের পানী গন্ধময় হয়ে যেতো। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৫০৪, আবু দাউদ, হাদীস নং ৫৭৪৮)

নবী করীম (সা) সকল আমল আকিদা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি নির্দেশ করেছেন। এ ব্যাপারে জিহ্বার গুরুত্ব পর্যন্ত পৌছে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন :

اَلاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ ـ

অর্থ : সমগ্র আমলের মোকাবেলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কি আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করবো না? এরপর জিহ্বার প্রতি ইশারা করে তিনি বলেন, একে সংযত রাখো। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬)

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (সা) হযরত মুয়ায (রা)-কে বললেন, হে মুয়ায, এটাকে সংযত রাখো। একথা বলে তিনি নিজ জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করেন। তখন মুয়ায বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল কথা বলি, সেগুলোর ব্যাপারেও কি আল্লাহ পাকড়াও করবেন? রাসূল (সা) বললেন : সর্বনাশ, হে মুয়ায! জিহ্বার খারাপ ফসল হিসেবেই মানুষকে তার নিজ চেহারার উপর উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

নবী করীম (সা) বলেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَلْيَنْظُرْ عَبْدٌ مَاذَا يَقُوْلُ ـ

অর্থ : অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জিহ্বার কাছেই রয়েছেন, মানুষের এটা উচিত সে কিছু বলার পূর্বে চিন্তা করবে সে কি বলছে। (ইবনে আবি শাইবা, ৮ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২, হাদীস নং ৫৩)

কুরআনে অপ্রয়োজনীয় কথা পরিহার করাকে মুমিনের বিশেষ গুণ আখ্যায়িত করে মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ـ

অর্থ : (তারাই মুমিন) যারা অপ্রয়োজনীয় ও বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকে। **(সূরা মুমিনূন)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে একজন বর্ণনা করেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে রুকনে ইয়ামানী ও কাবা শরীফের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে নিজের জিহ্বার অগ্রভাগ ধরা অবস্থায় দেখেছি। তিনি বললেন : তোমার সর্বনাশ হোক। কথা যদি বলতে চাও তাহলে উত্তম কথা বলো, তোমার ভালো হবে অথবা অশুভ ও নিকৃষ্ট কথা বলা চেয়ে বিরত থাকো, তুমি নিরাপদ থাকবে। ঘটনা বর্ণনাকারী জানতে চাইলেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কি ব্যাপার, আপনি জিহ্বার অগ্রভাগ ধরে আছেন কেন? জবাবে তিনি বলেন, এটা আমি উপলব্ধি করেছি যে, বান্দার শরীরে জিহ্বার তুলনায় বিপদজনক জিনিস আর কিছু নেই। এই জিহ্বার কারণেই কিয়ামতের দিন আযাব হবে। (আবি নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮)

হযরত আদী ইবনে হাতীম (রা) বলতেন :

www.pathagar.com

إِنَّ أَيْمَنَ امْرِءٍ أَوْ شَأْمَهُ بَيْنَ لِحْيَيْهِ يَعْنِيْ لِسَانَهُ ـ

অর্থ : একজন মানুষকে উত্তম এবং নিকৃষ্ট বানানোর জিনিসই হলো জিহ্বা। (জামেউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০)

অর্থাৎ একজন মানুষের জিহ্বা থেকে যদি ভাল কথা উচ্চারিত হয়, তাহলে সবাই তাকে ভালবাসে। আর যদি তার জিহ্বা থেকে অশ্লীল, অশালীন, গালি-গালাজ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অভিশাপ, কটাক্ষ ও মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে তাহলে সে মানুষকে সকলেই খারাপ বলে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَقُّ بِطُوْلِ السِّجْنِ مِنَ اللِّسَانِ ـ

অর্থ : প্রতারণার ক্ষেত্রে জিহ্বা নামক অঙ্গের মোকাবেলায় সর্বাধিক শাস্তি লাভের যোগ্য দ্বিতীয় কোন অঙ্গ নেই। (তাবারানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৪)

নবী করীম (সা) আরো বলেন : مَنْ صَمَتَ نَجَا ـ

যে নীরব থাকে সেই মুক্তি পায়। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৫০১)

রাসূল (সা) আরো বলেছেন : সেই ব্যক্তি মুসলমান যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

পক্ষান্তরে যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ নয়, সে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান নয়।

প্রবাদ আছে– "আঘাতের ঘা শুকায় কিন্তু কথার ঘা শুকায় না।"

তাই জিহ্বার ব্যাপারে সর্বাধিক সতর্ক থাকলেই জান্নাতে যাওয়া সহজ। জিহ্বার ১৫টিরও বেশী দোষ আছে– (১) মিথ্যা বলা, (২) খারাপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, (৩) অশ্লীল কথা বলা, (৪) গালি দেয়া, (৫) নিন্দা করা, (৬) অপবাদ দেয়া, (৭) চোগলখুরী করা, (৮) বিনা প্রয়োজনে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া, (৯) মুনাফিকী করা, (১০) ঝগড়া করা, (১১) হিংসা করা, (১২) বেহুদা ও অতিরিক্ত কথা বলা, (১৩) বাতিল ও হারাম জিনিস নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ লাভ করা, (১৪) অভিশাপ দেয়া এবং (১৫) সামনা-সামনি প্রশংসা করা।

www.pathagar.com

দুঃখ কষ্টের বিনিময়ে সওয়াবের বর্ষণ

পৃথিবীতে মুসলমানদের জীবনে প্রত্যেক পদে পদে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। পরিপূর্ণ মুমিন ব্যক্তি যে কোনো পরিস্থিতি ও পরীক্ষায় ধৈর্যের বর্মে নিজেকে আবৃত করে দুনিয়া-আখিরাতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে থাকে। আর জীবনের কঠিন পরীক্ষায় যারা ধৈর্যধারণ করে এবং দুঃখ-যন্ত্রণা ও বিপদ-মুসিবতে অবিচল থাকে সাফল্যের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে। তাই সকল মুসলমানকেই নিজের পরিবার-পরিজন, বংশীয়, আত্মীয়-স্বজন এবং সমাজ জীবনে অন্যান্যদের ব্যাপারে প্রবল ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতে হবে। আর এর বিনিময়ে রয়েছে অগণিত সওয়াব। হযরত আলী (রা) পবিত্র কুরআনের নীচের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অর্থ : 'ধৈর্যশীলদের পরকালে অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে। (সূরা যুমার : ১০)

প্রত্যেক অনুসরণ ও আনুগত্যকারীর সকল কাজই ওযন দেয়া হবে কিন্তু ধৈর্যশীলদের কোনো আমল ওযন দেয়া হবে না। বরং তাদেরকে অগণিত সওয়াব দান করা হবে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবনে যারা বিপদ মুসিবতের মধ্যে অতিবাহিত করেছে তাদের জন্যে সেই ভয়ানক দিনে কোনো দাড়ি পাল্লা স্থাপন করা হবে না এবং বিচারালয়ও স্থাপন করা হবে না। তাদের প্রতি কোনো ধরনের হিসাব ব্যতীতই অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। (তাফসীরে বাগাভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭০, তাফসীরে কুরতুবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫, তাফসীরুল লুবাব ফি উলূমুল কিতাব, ১৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮৭)

পৃথিবীতে দুঃখ-যন্ত্রণা ও বিপদ-মুসিবতে যারা ধৈর্য অবলম্বন করেছে, কিয়ামতের দিন এসব লোকজন উচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হবে, যা দেখে লোকেরা ইচ্ছা পোষণ করবে যে, আমাদের দেহকে কেটে টুকরো টুকরো করা হতো, করাত দিয়ে কাটা হতো, আর সেই অবস্থায় আমরা যদি ধৈর্যধারণ করতাম, তাহলে আজ এই উচ্চ মর্যাদার স্থান অর্জন করতে পারতাম।

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা) বলেছেন :

www.pathagar.com

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ ـ

যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহর রাব্বুল আলামীন তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৮)

অতএব যারা জীবন চলার পথে সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে বিনয় ও নম্রতা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার করে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জ্ঞান, বিচক্ষণতা, অনুধাবন ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দেয়ার সাথে সাথে তাঁকে সম্মান-মর্যাদাজনক স্থান দান করা হয়।

আর নিজেকে অতি ক্ষুদ্র মনে করাই হলো প্রকৃত বিনয়। হাদীসে এসেছে,

يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلاَءِ الثَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيْضِ ـ

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা, বিপদ-মুসিবত যাদের নিত্য সাথী ছিলো, বিপদে ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদের সেই দলকে যে বিনিময় দেয়া হবে তা দেখে কিয়ামতের ময়দানে অন্যান্য লোকজন আফসোস করে বলবে, আহা, আমাদের চেহারা চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে কেটে নেয়া হতো। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৪০২ মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫)

যে মুসলমানদেরকে একাধিকবার রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যারা এসব পরীক্ষাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার নিদর্শন বলে গণ্য করে এবং ঈমান ও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে, তারা আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদার স্থান লাভ করে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে :

اَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ لَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ ـ فَلاَ يَزَالُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكْرَهُ إِيَّاهَا ـ

প্রত্যেক মানুষের জন্যেই আল্লাহর দরবারে বিশেষ সম্মান-মর্যাদার আসন নির্ধারিত রয়েছে, সাধারণ কোনো নেক আমলের মাধ্যমে উক্ত মর্যাদার আসন লাভ করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দার অপছন্দনীয় কাজের (যেমন, বিপদ, রোগ,

www.pathagar.com

দুঃখ-কষ্টে, নিক্ষেপ করার) মাধ্যমে বান্দাকে পরীক্ষা করতে থাকেন এবং এভাবেই বান্দাকে উক্ত সম্মান ও মর্যাদার আসন পর্যন্ত পৌঁছে দেন। (সহীহ আল জামে, হাদীস নং ১৬২৫)

সুতরাং আসুন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে পরম ধৈর্যের সাথে সকল পরিস্থিতির মোকাবেলা করি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই বিপুল বিনিময় দান করে ধন্য করবেন।

পরিবারে ইসলামের প্রশিক্ষণ বিনিময়ে হজ্জের সমান সওয়াব

ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত শরীয়াতের বিধি-বিধান শেখা এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা অনেক বড় নেকীর কাজ। মসজিদে নামায আদায়ের জন্যে গিয়ে নামায শেষে কিছু সময় ব্যয় করে বিজ্ঞ আলেমের কাছে ইসলামী শরীয়াতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের দুই একটি বিষয় প্রতিদিন জেনে নেয়ার কাজটিও অত্যন্ত সহজ নেকীর কাজ।

এ কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে একটু একটু করে শিখতে শিখতে একসময় অনেক কিছুই শেখা হয়ে যাবে।

শিক্ষক, প্রশিক্ষক, জ্ঞান শিক্ষাদানকারী ও গ্রহণকারী এবং জ্ঞান অনুসন্ধানকারী সকলের ব্যাপারেই হাদীসে বড় ধরনের সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে, এই নেক কাজে সকলেই সমান সওয়াবের অধিকারী হয়। নামাযের পরে মসজিদে বা অন্য কোনো শিক্ষা কেন্দ্রে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের জন্যে যারা যাতায়াত করে তাদের সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامًّا حَجَّتُهُ .

যে ব্যক্তি নিজে এই সংকল্প করে মসজিদে গেছে যে, কোনো কল্যাণকর কথা শিখি এবং শিক্ষা দেব, সেই ব্যক্তির জন্যে একটি পরিপূর্ণ হজ্জের সওয়াব রয়েছে। (মুস্তাদরাকে হাকেম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২২)

বিষয়টি শুধুমাত্র মসজিদ বা অন্য কোনো শিক্ষা কেন্দ্রের সাথেই সম্পর্কিত নয়। বরং প্রতিদিন সময় করে পরিবারের সকল সদস্যকে নিয়ে যা না জানলেই নয়,

www.pathagar.com

এসব বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে। এই নেক কাজের নগদ লাভ যেমন পরিপূর্ণ হজ্জের সওয়াব, তেমনি পরিবারের সদস্যগণও ইসলামী বিধি বিধান জেনে এর উপর আমল করে কল্যাণ অর্জন করতে পারে।

কিয়ামতের দিন মর্যাদা বৃদ্ধির দু'আ

একান্ত অত্যাবশ্যকীয় দু'আর মধ্যে প্রথম দু'আর সেটাই যা অযুর পর পড়তে হয়। নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করার পর এ (নীচের) দু'আ করার প্রতি গুরুত্ব দিবে সে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দু'আ একটি উৎকৃষ্ট মানের কাগজের ওপর লিখা হবে। তারপর সেটির ওপরে মোহর লাগিয়ে কিয়ামতের ধ্বংসকারিতা থেকে তা হেফাযত করা হবে। ঐ দু'আ করলে কিয়ামত পর্যন্ত বিপুল সওয়াব পেতে থাকবে। কিয়ামত সংঘটিত হবার পরে সেই কাগজটি খুলে দু'আ পাঠকারীকে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা হবে। (জামেউস সগীর, হাদীস নং ৬১৭০, তারগীব, হাদীস নং ৩৪৯)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসে দু'আ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশ্‌হাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।)

হে আল্লাহ! তুমি অত্যন্ত পাক ও পবিত্র এবং সকল প্রশংসাই তোমার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমি কেবলমাত্র তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল (সা) যখন কোন মজলিসে বসতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন অথবা কোন নামায পড়তেন, এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন উক্ত শব্দগুলো দ্বারা। সুতরাং আমাদের উচিত এই দু'আর মাধ্যমে সকল ইবাদতের সমাপন করা।

www.pathagar.com

দান সদাকাহ্ জাহান্নাম হতে রক্ষা করে

নেকীর কাজ বাহ্যিক দিক থেকে ছোট হলেও তা যদি একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়, তাহলে অনেক বড় নেক কাজের ওপরও প্রাধান্য বিস্তার করে। এমনকি নেকীর কাজ করাতো দূরে থাক, মনে মনে সংকল্প করলেও আমলনামায় একটি নেকী লেখা হয়ে থাকে। (মুসলিম)

সদাকা করা অত্যন্ত ফযীলতের কাজ এবং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এর অত্যধিক প্রশংসা করেছেন। এমনকি যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সদাকা করে সে যেনো আল্লাহকে করযে হাসানা বা উত্তম ঋণ দেয়।

সদাকা বিপদ-আপদ ও রোগ দূর করে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

دَاوُوْا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ـ

নিজের রোগ এবং রোগের চিকিৎসা সদাকা দিয়ে করো। (আবু দাউদ, হাদীস নং ১০৫)

সদাকা গোনাহ্ মুছে দেয়। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ـ

সদাকা গোনাহ্কে এমনভাবে শীতল করে দেয় যেমন পানি আগুনকে ঠাণ্ডা করে দেয়। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬)

সদাকা মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গযবকে ঠাণ্ডা করে দেয় এবং অকল্যাণ থেকে মানুষকে হেফাযত করে অর্থাৎ ঈমান, একনিষ্ঠতা ও সৎকাজের সাথে সাথে সদাকা প্রদানকারী মুমিন নর নারীর জন্যে মহা সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, শেষ বিদায়ের সময় আল্লাহ তা'আলা তাকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাযত করবেন এবং ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ـ وَتَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ ـ

নিশ্চয়ই সদাকা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ক্রোধ ও গযবকে ঠাণ্ডা করে এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে হেফাযত করে। (তিরমিযী, হাদীস নং ৬৬৪)

কিয়ামতের ময়দানে একটি দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দৈর্ঘ্য এবং সে দিন মহান আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। সেই মুসিবতের দিনে এই সদাকাই প্রশান্তি ও ছায়ার কারণ হয়ে দেখা দিবে। সকল

www.pathagar.com

হাদীস গ্রন্থে সাত ধরনের লোকদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের আরশের ছায়াতলে আশ্রয় প্রদান করবেন। উক্ত সাত ধরনের লোকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হলো, 'যারা এমন নিরবে নিভৃতে দান সদাকা করতো যে, এক হাতে দান করলে আরেক হাত জানতে পারতো না।' হাদীসে সদাকা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ ـ

কিয়ামতের দিন সদাকা মুমিনদের ছায়াস্বরূপ হবে। (ইবনে খুযাইমা, হাদীস নং ২৪৩২) দান সদাকার মাধ্যমে আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটে এবং আত্মা পবিত্রতা অর্জন করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ـ

তুমি তাদের ধনসম্পদ থেকে (যাকাত ও) সদাকা গ্রহণ করো, সদাকা তাদের পাক পবিত্র করে দিবে, তা দিয়ে তুমি তাদের পরিশোধিত করে দেবে। (তাওবা ১০৩), সদাকার বিনিময় কয়েক গুন বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ـ

যে সব পুরুষ ও নারী (অকাতরে আল্লাহর পথে) দান করে এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করে, তাদের (সে ঋণ) আল্লাহর পক্ষ থেকে) বহুগুন বাড়িয়ে দেয়া হবে, (উপরন্তু) তাদের জন্যে (থাকবে আরো) সম্মানজনক পুরস্কার। (সূরা হাদীদ : ১৮)

সদাকা শয়তানের ধোকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করে।

নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

لَايُخْرِجُ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَىْ سَبْعِيْنَ شَيْطَانًا ـ

কোনো মানুষ যখন সদাকা দেয়ার জন্যে বের হয় তখন শয়তানের সত্তর প্রকার চক্রান্ত থেকে তাকে হেফাযত করা হয়। (আহ্‌মাদ, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৫০) আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ সদাকা কঠিন হৃদয়ের মহৌষধ হিসেবে কাজ করে।

www.pathagar.com

তিরমিযী, হাদীস নং ৬৬৪) আরেকটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দান সদাকার মাধ্যমে ধন সম্পদ হ্রাস পাবার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৮,) দান সদাকা করার জন্যে এটা প্রয়োজন নয় যে, অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হতে হবে বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ শক্তি সামর্থ্য ও ধন সম্পদ দান করেছেন, তার মধ্য থেকেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে দান সদাকা করে যেতে হবে।

সামান্য একটি খেজুর সদাকা করেও মানুষ নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। এ সম্পর্কে নবী কারীম (সা) বলেছেন ঃ

أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ

তোমরা অর্ধেক খেজুর সদাকা করেও নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করতে পারো। (বুখারী, হাদীস নং ৬৫৩৯, মুসলিম, হাদীস নং ১০১৫)

নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন :

মানুষের জীবনে প্রত্যেক দিনই দুইজন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। একজন দু'আ করতে থাকেন, হে আল্লাহ। যে ব্যক্তি তোমার পথে ব্যয় করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। আরেকজন দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ। যে ব্যক্তি দান করা থেকে বিরত থাকে তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং আল্লাহর ধ্বংস ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত থাকার জন্যে এবং দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতে নাজাত পেতে হলে বেশী বেশী করে দান সদাকা করতে হবে।

জাহান্নাম থেকে মুক্ত হওয়ার দু'আ

মানুষের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর জিনিসই হলো তার সৎ কাজ বা নেক আমল। মানুষসহ অন্যান্য সকল কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আখিরাতে মাত্র দুটো স্থানই মানুষের জন্যে নির্ধারিত করা হবে, একটি জান্নাত অপরটি জাহান্নাম।

এ সময় কে চাইবে না যে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকা হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) এমন একটি গাছের পাস দিয়ে যাচ্ছিলেন যার পাতাগুলো ছিলো শুষ্ক। তিনি তাঁর লাঠি মোবারক দিয়ে গাছটিতে আঘাত

www.pathagar.com

করলেন, ফলে শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে পড়লো। সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখলেন। পরে নবী করীম (সা) বললেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

("সুবহানাল্লাহি ওয়ালহাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।") এই কালিমা মানুষের গোনাহসমূহ এভাবে ঝেড়ে ফেলে দেয়, যেভাবে গাছের শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে পড়লো। (তিরমিযী) নবী কারীম (সা) আরো বলেছেন, যদি তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাও তাহলে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

পড়তে থাকো, এই বাক্যের মধ্যে তাস্‌বীহ, তাহলীল ও তাকবীর রয়েছে যা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং পছন্দনীয়। রাসূল (সা) আরো বলেছেন–

جَنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ، قُوْلُوْا، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ فَاِنَّهُنَّ يَأْتِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُجَنِّبَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ ـ

তোমাদের জন্যে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকার ঢাল হলো, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার অর্থাৎ এগুলো সেই বাক্য যা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য মুক্তির উসিলা হবে, মুক্তির কারণ হবে এবং সর্বদা এই নেকী জারি থাকবে। (মুস্তাদরাক হাকীম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৪১, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৬০৬, তাবারানী ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১৪৫)

জান্নাতে প্রবেশের আমল

আয়াতুল কুরসী পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আয়াত। এই আয়াতের অসংখ্য ফযিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়বে, সে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আয়াতুল কুরসী পড়তে ১ মিনিট সময়ও ব্যয় হয় না। এটি অত্যন্ত কম সময়ে করার মতো খুবই সহজ সাধ্য আমল। কিন্তু এর বিনিময়ে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাত।

www.pathagar.com

নবী করীম (সা) বলেছেন :

مَنْ قَرَأَ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ عَقِبَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ أَنْ يَّمُوْتَ ـ

প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পড়বে সে ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনো বাধা নেই। (সহীহ আল জামে, হাদীস নং ৬৪৬৪, নাসাঈ, হাদীস নং ১০০)

অর্থাৎ যতক্ষণ মহান আল্লাহ জীবন দান করেছেন ততক্ষণ জীবিত থাকবে এবং যখনই মৃত্যু এসে দুনিয়ার জীবনের ইতি ঘটাবে, তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বিশেষ করে আয়াতুল কুরসী পড়ার সময় এর অর্থ ও তাৎপর্য স্মরণে রাখতে হবে। কারণ এর তরজমা ও তাৎপর্য যতটা প্রভাব বিস্তার করবে ঠিক ততটাই ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সেই আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা, কুদরত, শক্তি এবং তাঁর অন্যান্য গুণ বৈশিষ্ট্যও হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। এই হলো আয়াতুল কুরসী :

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لاَتَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلاَنَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَيَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ـ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও অনাদি। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে। বান্দার অগ্র পশ্চাতে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন। আল্লাহর জ্ঞাত বিষয়গুলো আয়ত্ত করার অধিকার কোন মানুষের নেই। তবে আল্লাহ ইচ্ছে করে যদি তাঁর নিজের জ্ঞান থেকে কিছু জানান সেটা স্বতন্ত্র কথা।

www.pathagar.com

সমগ্র আকাশ এবং যমিন জুড়ে তাঁরই সম্রাজ্য, তাঁরই বাদশাহী, তাঁরই রাজত্ব। এসবের রক্ষণাবেক্ষণ এমন কোন কঠিন নয়, যা তাঁকে ক্লান্ত করে দিতে পারে। মূলত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তা। (সূরা বাকারা : ২৫৫)

একটি বাক্য উচ্চারণের বিনিময় জান্নাত

সহজ সাধ্য নেকীর মধ্যে আরেকটি ছোট্ট কল্যাণময় বাক্য যা মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, পাঁচ মিনিটে এ বাক্যটি কমপক্ষে ৪০ বার উচ্চারণ করা যায় এবং এর বিনিময়ে বিপুল সওয়াবই শুধু পাওয়া যায় না, বরং সেই ব্যক্তির প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা নবী করীম (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তি হৃদয় ও মন দিয়ে বলেছে :

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

(রদ্বিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামী দ্বীনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন (সা) রসূলা।)

অর্থাৎ মহান আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে নিজের (নির্ভুল) জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে যে সন্তুষ্ট, সে ব্যক্তির প্রতি জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (আবু দাউদ, হাদীস নং, ১৫২৯, মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৪)

মুসলিম শরীফের আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহকে নিজের প্রতিপালক, ইসলামকে নিজের জীবন ব্যবস্থা ও নবী কারীম (সা)-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে মনে-প্রাণে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয়েছে সে ব্যক্তির জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় বাক্য

হাদীসে তাস্‌বীহ ও তাহ্‌লীল এর অফুরন্ত ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। দুটো বাক্য মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের তুলনায় ওযনে অনেক বেশী ভারী। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ

অর্থাৎ এমন দুটো কথা আছে, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা দুটো উচ্চারণ করা খুবই সহজ কিন্তু ওযনে সীমাহীন ভারী। কথা দুটো হলো ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযিম। মহাপবিত্রময় আল্লাহ, তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি মহামহিম, সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন। (বুখারী, হাদীস নং ৭৫৬৩, মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৪) আল্লাহ তা'আলার, রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ় ঈমানসহ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, সেই প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেশী পছন্দ করেন, তেমনি ঐ ব্যক্তিও তাঁর কাছে প্রিয় বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। উক্ত বাক্যটির মধ্যে তাস্‌বিহ্ দুইবার, তাহ্‌মীদ একবার এবং আল্লাহর সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কিত আযিম শব্দটি একবার ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যতক্ষণ হায়াত রেখেছেন, ততক্ষণ তাঁর গোলামীর জীবন যাপনের মাধ্যমে সব সময় তাঁর প্রশংসাসূচক শব্দসমূহ অত্যন্ত মুহব্বতের সাথে মুখে উচ্চারণ করলে আল্লাহ তা'আলা খুশী হয়ে আমলনামা সওয়াবে পূর্ণ করে দিবেন। সমগ্র সৃষ্টি জগত এক পাল্লায় রাখলে আর উক্ত বাক্যটি আরেক পাল্লায় রাখলে ওযনে বাক্যটি বেশী ভারী হবে।

আমরা মানুষ কম বেশী সকলেই গোনাহ্‌গার। গোনাহ্‌র প্রবণতা দিয়েই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, মানুষ গোনাহ্ করবে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করবেন। অতএব হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন, আমার রহমত থেকে হতাশ হয়ো না। তোমার গোনাহ্ যদি যমীন থেকে আকাশ পযন্ত স্পর্শ করে, তাহলে আমার রহমত আকাশকেও অতিক্রম করে গেছে। তোমার গোনাহ্ যদি এর বেশী হয়, তাহলে আমার রহমত সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে। তুমি ভুল করেছো, ক্ষমা চাও আমি মাফ করে দিবো, গোনাহ্ করেছো, তাওবা করো, আমি তাওবা কবুল করবো। তুমি আমার বান্দা, আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি। জাহান্নামের পথে গিয়েছো,

www.pathagar.com

এখনো সময় আছে, তাওবা করে জান্নাতের পথে ফিরে এসো। হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী কারীম (সা) তাঁর রবের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন,

বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ অগ্রসর হয়, আমি তখন তার দিকে এক বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যখন আমার দিকে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তখন তার দিকে দু'বাহু পরিমাণ অগ্রসর হই। বান্দা যদি আমার কাছে হেঁটে আসে, আমার রহমত তার দিকে দৌড়ে যায়। (বুখারী)

মানুষ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলে যতটা খুশী হয়, তার চেয়ে অধিক খুশী হন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর কোনো বান্দা গোনাহের পথ ত্যাগ করে তাঁরই দিকে ফিরে আসে তথা তাওবা করে।

সুতরাং আসুন, আমরা সকলেই তাওবা করে অঙ্গীকার করি আর কখনো ইচ্ছা করে গোনাহের কাজ করবো না এবং নেক আমলের মাধ্যমে নিজের আমলনামা সওয়াবে পরিপূর্ণ করবো। আর একথা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে যে, কিয়ামতের ময়দানে নেক আমল ব্যতীত কোনো কিছুই উপকারে আসবে না।

অতএব কুরআন হাদীসের আলোকে এ গ্রন্থে বর্ণিত নেক আমলসমূহ আঞ্জাম দিয়ে সেই মুসিবতের দিনে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা যেন করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ

হে আল্লাহ! তোমার যিক্‌র করার, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং তোমার ইবাদাত সঠিক ও সুন্দরভাবে আদায় করার কাজে আমাদের সাহায্য করো। (আবু দাউদ)

وَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا ـ

وَتَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمَعَكُمْ جَمِيْعًا ـ

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

ISBN : 978-984-8808-34-4

www.pathagar.com